নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯

(The Prescribed Leave Rules, 1959)

(**Notification No. F/LA/3L-96/212**, তারিখ : ২ অক্টোবর, ১৯৫৯ এর মাধ্যমে জারি করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে R III/31-3/63/337, তারিখ : ১৯ আগস্ট, ১৯৬৫ এবং MF/RII/Misc./73 (212), তারিখ : ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ এর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়।)

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রারম্ভ ও প্রয়োগ**।-(১) এই বিধিমালা নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা তাৎক্ষণিকভাবে বলবৎ হইবে এবং ইহা ১৯৫৯ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) ১ জুলাই, ১৯৫৯ তারিখে অথবা তৎপরবর্তী সময়ে সরকারী চাকরিতে নিয়োগকৃত সকল সরকারী কর্মচারীদের উপর এই বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে এবং ইহা বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ অথবা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহের প্রতিস্থাপক বিধান হিসাবে প্রযোজ্য হইবে।

২। **অপশন** ।-প্রয়োগ নাই।

৩। **গড় বেতনে এবং অর্ধ-গড় বেতনে ছুটি** ।-

(১) **স্থায়ী সরকারী কর্মচারী**।-(i) কর্মকালের $\frac{১}{১১}$ ভাগ হারে গড় বেতনে ছুটি অর্জিত হইবে এবং সর্বাধিক ৪ (চার) মাস পর্যন্ত এইভাবে একত্রে জমা হইবে। ৪ (চার) মাসের অতিরিক্ত অর্জনকৃত ছুটি "ছুটি হিসাব" এর পৃথক আইটেমে জমা হইবে। পৃথক আইটেমে জমাকৃত ছুটি হইতে মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অথবা তীর্থ যাত্রার, শিক্ষার অথবা বাংলাদেশ, বার্মা, শ্রীলংকা ও ভারতের বাহিরে শ্রান্তি ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে গড় বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(ii) গড় বেতনে ছুটি এককালীন ৪ (চার) মাসের অধিক ভোগ করা যাইবে না। তবে মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অথবা তীর্থ যাত্রার, শিক্ষার বা বাংলাদেশ, বার্মা, শ্রীলংকা ও ভারতের বাহিরে শ্রান্তি ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে ৪ (চার) মাসের অতিরিক্ত ছুটি ভোগের ক্ষেত্রে এই সীমা ৬ (ছয়) মাসে বর্ধিত করা যাইবে।

(iii) কর্মকালের $\frac{১}{১২}$ হারে অর্ধ-গড় বেতনে ছুটি অর্জিত হইবে এবং সীমাহীনভাবে ইহা জমা হইবে। মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল করা হইলে এই অর্ধ-গড় বেতনের ছুটিকে সর্বাধিক ১২ (বার) মাস পর্যন্ত গড় বেতনের ছুটিতে রূপান্তর করা

যাইবে। প্রতি ২ (দুই) দিন অর্ধ-গড় বেতনের ছুটির পরিবর্তে ১ (এক) দিন গড় বেতনের ছুটি, এই হারে ছুটির রূপান্তর করিতে হইবে।

(২) অস্থায়ী সরকারী কর্মচারী।-(এ) যে অস্থায়ী সরকারী কর্মচারী ৩০ জুন, ১৯৫৯ তারিখে নিরবচ্ছিন্নভাবে তিন বৎসর বা উহার অধিককাল চাকরির মেয়াদ সম্পন্ন করিয়াছেন বিধি-৫ এর ক্ষেত্র ব্যতীত, এই বিধিমালার উদ্দেশ্যে তিনি স্থায়ীকর্মে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারী হিসাবে বিবেচিত হইবেন এবং তিনি এই বিধিমালার অপশন গ্রহণ করিয়া থাকিলে, তাঁহার ক্ষেত্রে এই বিধিমালার বিধান ১ জুলাই, ১৯৫৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

(বি) ৩০ জুন, ১৯৫৯ তারিখে যে অস্থায়ী কর্মচারীর চাকরির মেয়াদ নিরবচ্ছিন্নভাবে তিন বৎসর পূর্ণ হয় নাই, অথবা যিনি ঐ তারিখের পরে চাকরিতে যোগদান করিয়াছেন বা করিবেন, তিনি ঐঁ তারিখে উক্ত কর্মচারীর উপর প্রযোজ্য ছুটি বিধি সংক্রান্ত বিধান দ্বারা পরিচালিত হইবেন। কিন্তু যে তারিখে তাহার অস্থায়ী চাকরির মেয়াদ নিরবচ্ছিন্নভাবে তিন বৎসর পূর্ণ হইবে, অথবা যে তারিখে তিনি কোন স্থায়ীপদে নিয়মিতভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন, ইহাদের মধ্যে যাহা আগে ঘটিবে, বিধি-৫ এর ক্ষেত্র ব্যতীত, ঐ তারিখ হইতে তিনি ছুটির উদ্দেশ্যে স্থায়ী কর্মে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং তিনি যদি স্থায়ী কর্মে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারী হইতেন, তাহা হইলে ১ জুলাই, ১৯৫৯ তারিখ হইতে অথবা তৎপরে চাকরিতে যোগদান করিয়া থাকিলে চাকরিতে যোগদানের তারিখ হইতে যেইভাবে ছুটি প্রাপ্য হইতেন, সেইভাবে তাহার "ছুটি হিসাব" এ ছুটি জমা হইবে। এই জমাকৃত ছুটি হইতে ইতঃমধ্যে ভোগকৃত ছুটি বাদ যাইবে।

বিশ্লেষণ : অর্থ মন্ত্রণালয়ের রেগুলেশন উইং এর নোটিফিকেশন নং MF/RII/Misc./73(212), তারিখ : ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ এর মাধ্যমে এই বিধিতে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়। সংশোধনী দ্বারা বিধি ৩ এর উপবিধি (১) এর সাব হেডিং- "(a) Class (IV) Government Servants"এবং "(i), (ii), (iii)" এই তিনটি ক্লজ বাতিল করা হয়। ইহাছাড়া "(b) Government Servants in Superior Service" এই সাব-হেডিংও বাতিল করা হয়।

৪। বর্তমান ছুটির জের টানা।- প্রয়োগ নাই।

৫। প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি।-(১) অবসর উত্তর ছুটি এর ক্ষেত্র ব্যতীত, একজন স্থায়ী কর্মে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীকে সমগ্র চাকরি জীবনে মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস এবং মেডিকেল সার্টিফিকেট ব্যতীত সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত অর্ধ-গড় বেতনে প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) কোন স্থায়ীকর্মে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী, প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি ভোগ শেষে কর্মে প্রত্যাবর্তন করত পুনঃকর্মকালের অর্জনকৃত ছুটি দ্বারা ভোগকৃত প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি সমন্বয় না করা পর্যন্ত কোন ছুটি পাইবেন না।

নোট: এই বিধির (২) নং উপ-অনুচ্ছেদে ছুটি অর্জন বলিতে বিধি ৩(১) (iii) অনুযায়ী ছুটি অর্জন বুঝাইবে এবং গড় বেতনের ছুটির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

৬। **ছুটিকালীন বেতন।**- (১) বি এস আর, পার্ট-১ এর বিধি-২০৮ তে বর্ণিত সর্বোচ্চ সীমা সাপেক্ষে যে মাসে ছুটিতে যাইবেন উহার পূর্ববর্তী পূর্ণ ১২ (বার) মাসের গড় বেতন এবং ছুটিতে যাওয়ার পূর্বে উত্তোলনকৃত বেতন, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক লাভজনক উহার ভিত্তিতেই গড় বেতনে ছুটিকালীন বেতন নির্ধারিত হইবে।

(২) অর্ধ-গড় বেতনে ছুটিকালীন সময়ে উপ-বিধি-(১) অনুসারে নির্ধারিত বেতনের অর্ধহারে ছুটিকালীন বেতন পাইবেন।

(৩) সরকারী কর্মচারী যে দেশেই ছুটি ভোগ করুন না কেন, ছুটিকালীন বেতন বাংলাদেশী মুদ্রায় বাংলাদেশে প্রদেয় হইবে।

নোট : বি এস আর, পার্ট–১ এর পরিশিষ্ট–৫ (Appendix No.-5) এর অধীনে মঞ্জুরকৃত অধ্যয়ন ছুটির ক্ষেত্রে উপ-বিধি-(৩) তে বর্ণিত বিধিনিষেধ কার্যকর হইবে না।

বিশ্লেষণ : নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর উপরোক্ত বিধি ৬ তে ছুটিকালীন বেতন নির্ণয়ের যে পদ্ধতি বর্ণিত আছে তাহা অত্যন্ত দীর্ঘ প্রকৃতির হওয়ায় Memorandum No. SGA/RII/IM-34/64-399, তারিখ : ০১ অক্টোবর, ১৯৬৯ দ্বারা ছুটিকালীন বেতন নির্ণয়ের উক্ত পদ্ধতিকে সহজীকরণ করা হয়। উক্ত নির্দেশনা মতে ছুটি আরম্ভের পূর্বে সর্বশেষ উত্তোলিত বেতনের সমহারে গড় বেতনে ছুটিকালীন বেতন পাইবেন এবং উক্ত হারের অর্ধহারে অর্ধ গড় বেতনে ছুটিকালীন বেতন পাইবেন। বর্তমানে ছুটিকালীন বেতন নির্ণয়ের এই পদ্ধতিটিই কেবল অনুসরণযোগ্য। নির্ধারিত ছুটি বিধিমালার বিধি ৬ এর বিধান অনুযায়ী ছুটিকালীন বেতন নির্ণয়ের প্রক্রিয়াটি বর্তমানে অকার্যকর।

৭। **এককালীন প্রদেয় ছুটির সর্বোচ্চ মেয়াদ।**-এককালীন সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত ছুটি ভোগ করা যাইবে। কিন্তু মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে হইলে এই মেয়াদ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত করা যাইবে।

৮। **অবকাশ বিভাগের কর্মচারী।**-(১) (এ) অবকাশ বিভাগের স্থায়ীকর্মে নিয়োজিত কোন সরকারী কর্মচারী যে বৎসর পূর্ণ অবকাশ ভোগ করিবেন, তিনি উক্ত বৎসরের কর্মকালের জন্য গড় বেতনে কোন ছুটি পাইবেন না।

(বি) উক্তরূপ সরকারী কর্মচারী যে বৎসর পূর্ণ অবকাশ ভোগ করেন নাই, তিনি উক্ত বৎসরের জন্য নির্ধারিত পূর্ণ অবকাশের জন্য সুপিরিয়র সার্ভিসের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) দিন এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ১৫ (পনর) দিন, এই অনুপাতে যে কয়দিন অবকাশ ভোগ করেন নাই, ঐ কয়দিনের জন্য গড় বেতনে ছুটি প্রাপ্য।

(সি) উক্তরূপ সরকারী কর্মচারী যে বৎসর কোন অবকাশ ভোগ করেন নাই, তিনি অবকাশ বিভাগের কর্মচারী না হইলে যে হারে ছুটি পাইতেন, উক্ত বৎসরের জন্য তিনি ঐ হারে গড় বেতনে ছুটি পাইবেন।

(ডি) উক্তরূপ সরকারী কর্মচারীগণ অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় অর্ধ-গড় বেতনে ছুটি অর্জন ও ভোগ করিতে পারিবেন।

(২) অবকাশ বিভাগের স্থায়ীকর্মে নিয়োজিত নয় এমন সরকারী কর্মচারীগণ ৩০ জুন, ১৯৫৯ তারিখে তাহাদের উপর প্রযোজ্য ছুটি সংক্রান্ত বিধান দ্বারা পরিচালিত হইবেন। কিন্তু যে তারিখে তাহার অস্থায়ী চাকরির মেয়াদ নিরবচ্ছিন্নভাবে ৩ (তিন) বৎসর পূর্ণ হইবে, অথবা যে তারিখে তিনি কোন স্থায়ী পদে নিয়মিতভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন, ইহাদের মধ্যে যাহা আগে ঘটিবে, বিধি-৫ এর ক্ষেত্র ব্যতীত, ঐ তারিখ হইতে তিনি ছুটির উদ্দেশ্যে স্থায়ীকর্মে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারী হইবেন এবং তিনি যদি অবকাশ বিভাগের স্থায়ীকর্মে নিয়োজিত হইতেন, তাহা হইলে যেইভাবে চাকরিতে যোগদানের তারিখ হইতে ছুটি প্রাপ্য হইতেন, সেইভাবে তাহার "ছুটি হিসাব" এ ছুটি জমা হইবে। এই জমাকৃত ছুটি হইতে ইতোমধ্যে ভোগকৃত ছুটি বাদ যাইবে।

৯। **অন্যান্য বিধান।**-(১) অসুস্থতাজনিত ছুটি (sick leave), প্রসূতি ছুটি (maternity leave), চিকিৎসালয় ছুটি (hospital leave), সংগনিরোধ ছুটি (quarantine leave), বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি (special disability leave) এবং অধ্যয়ন ছুটি (study leave) সংক্রান্ত বর্তমানে প্রযোজ্য বিধানসমূহ প্রচলিত থাকিবে।

(২) চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য ছুটি সংক্রান্ত বিধান দ্বারা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত কর্মচারীগণ পরিচালিত হইবেন।

(৩)(১) অসাধারণ ছুটি, যাহার জন্য ছুটিকালীন বেতন প্রদেয় নয়, যে কোন সরকারী কর্মচারীকে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রদান করা যাইবে--

(এ) যখন বিধিমতে অন্য কোন প্রকার ছুটি প্রাপ্য নয়; অথবা

(বি) যখন অন্য প্রকার ছুটি প্রাপ্য হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিতভাবে অসাধারণ ছুটির জন্য আবেদন জানায়।

(২)(এ) স্থায়ীকর্মে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারী ব্যতীত অন্যান্যের ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটির মেয়াদ এককালীন ৩ (তিন) মাসের অধিক হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, স্থায়ীকর্মে নিয়োজিত নয় এমন যে সরকারী কর্মচারী বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে ৫ (পাঁচ) বৎসর সরকারের চাকরি করিবেন, এই মর্মে বন্ড প্রদান করিয়াছেন এবং চাকরির মেয়াদ নিরবচ্ছিন্নভাবে কমপক্ষে ৩ (তিন) বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, এইরূপ যে সরকারী কর্মচারী উল্লেখিত প্রকার বন্ড প্রদানপূর্বক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণে বা অধ্যয়নে রত রহিয়াছেন, তাহাদের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে না।

আরো শর্ত থাকে যে, দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার ক্ষেত্রে মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অস্থায়ী সরকারী কর্মচারীকে সর্বাধিক ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত অসাধারণ ছুটি প্রদান করা যাইবে।

(বি) যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত একজন অস্থায়ী সরকারী কর্মচারীকে এককালীন সর্বাধিক ১২ (বার) মাস পর্যন্ত অসাধারণ ছুটি প্রদান করা যাইবে, তবে শর্ত থাকে যে–

যে পদ হইতে সরকারী কর্মচারী ছুটিতে যাইতেছেন, ঐ পদটি তাঁহার কর্মে প্রত্যাবর্তন অবধি বহাল থাকিবে।

দাখিলকৃত সার্টিফিকেটে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যক্ষ্মা বিশেষজ্ঞ বা সিভিল সার্জনের ছুটির মেয়াদ উল্লেখপূর্বক সুপারিশ থাকিলে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

সুপারিশ প্রদানকালে মেডিকেল অফিসার বি এস আর, পার্ট–১ এর পরিশিষ্ট–৮ এর বিধি-(৭) অনুসরণ করিবেন।

(৩) ছুটি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ছুটিবিহীন অনুপস্থিতকালকে ভূতাপেক্ষিকভাবে অসাধারণ ছুটিতে রূপান্তর করিতে পারিবেন।

১০। (১) একজন সরকারী কর্মচারীর "ছুটি হিসাব" এ জমাকৃত ছুটি, তাঁহার বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণের দিনটিতে তামাদি হইয়া যাইবে।

বিশ্লেষণ : এই বিধির অন্যান্য বিধানসমূহের প্রয়োগ নাই।

১১। এই বিধিমালার অধীন যে কোন প্রকার ছুটির সহিত সংযুক্তভাবে বা ইহার ধারাবাহিকতাক্রমে এই বিধিমালার অধীন অন্য যে কোন প্রকার ছুটি প্রদান করা যাইবে।

১২। বি এস আর, পার্ট–১ এর পঞ্চদশ অধ্যায়ের সেকশন–১ তে বর্ণিত ছুটি মঞ্জুরের সাধারণ শর্তাদি এবং সেকশন–৮ তে বর্ণিত ছুটির পদ্ধতি সংক্রান্ত যে সকল বিধিসমূহ এই বিধিমালার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বা ইহার পরিপন্থি নয়, ঐ সকল বিধিসমূহ সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য থাকিবে।

বিভিন্ন প্রকার ছুটি

ছুটি সম্পর্কীত নিয়মাবলী The Prescribed Leave Rules, 1959, ও Fundamental Rules, ও Bangladesh Service Rules এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক জারিকৃত আদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উক্ত বিধিসমূহ ও বিভিন্ন আদেশের আওতায় নিম্নোক্ত প্রকার ছুটির বিধান রহিয়াছে–

১। অর্জিত ছুটি (Earned Leave)

২। অসাধারণ ছুটি (Extraordinary Leave)

৩। অধ্যয়ন ছুটি (Study Leave)

৪। সংগনিরোধ ছুটি (Quarantine Leave)

৫। প্রসূতি ছুটি (Maternity Leave)

৬। প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি (Leave not due)

৭। অবসর উত্তর ছুটি (Post Retirement Leave)

৮। নৈমিত্তিক ছুটি (Casual Leave)

৯। সাধারণ ও সরকারী ছুটি (Public and Government holiday)
- (ক) সাধারণ ছুটি (Public holiday)
- (খ) নির্বাহী আদেশে সরকারী ছুটি (Government holiday)
- (গ) ঐচ্ছিক ছুটি (Optional Leave)

১০। শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (Rest and Recreation Leave)

১১। অক্ষমতাজনিত বিশেষ ছুটি (Special Disability Leave)

১২। বিশেষ অসুস্থতাজনিত ছুটি (Special sick leave)

১৩। অবকাশ বিভাগের ছুটি (Leave of Vacation Department)

১৪। বিভাগীয় ছুটি (Departmental Leave)

১৫। চিকিৎসালয় ছুটি (Hospital Leave)

১৬। বাধ্যতামূলক ছুটি (Compulsory Leave)

১৭। বিনা বেতনে ছুটি (Leave without pay)

অর্জিত ছুটি

(Earned Leave)

কর্মকালীন সময়ের দ্বারা যে ছুটি অর্জিত হয়, উহাই অর্জিত ছুটি (বি এস আর, পার্ট–১ এর বিধি-১৪৫)।

অর্জিত ছুটি দুই প্রকার। যথা:–(১) গড় বেতনে অর্জিত ছুটি, এবং (২) অর্ধ-গড় বেতনে অর্জিত ছুটি।

গড়বেতনে অর্জিত ছুটি

বি এস আর, পার্ট–১ এর বিধি-৫ এর উপবিধি-(৩২) অনুযায়ী যে ছুটিকালে গড় বেতনের সমান ছুটিকালীন বেতন প্রাপ্য, উহাই গড় বেতনে অর্জিত ছুটি। নির্ধারিত ছুটি বিধিমাল, ১৯৫৯ এর বিধি-৩(১)(i) অনুযায়ী একজন কর্মচারী কর্মকালে প্রতি ১১ দিনের জন্য ১ দিন হিসাবে গড় বেতনে ছুটি অর্জন করেন। অর্থাৎ ছুটি অর্জনের হার কর্মকালের $\frac{১}{১১}$।

উদাহরণ : একজন কর্মচারী ১৯ জুন, ২০০৪ তারিখে চাকরিতে যোগদান করেন। তিনি ১০ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ হইতে ২ মাসের ছুটিতে যাওয়ার আবেদন করেন। এইক্ষেত্রে যেহেতু তিনি ১০ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ হইতে ছুটিতে যাওয়ার আবেদন করিয়াছে, সেইহেতু ৯ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত তাঁহার অর্জিত ছুটির প্রাপ্যতার হিসাব করিতে হইবে। 'ছুটি হিসাব' এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিম্নরূপ–

(১) চাকরিতে যোগদানের তারিখ– ১৯ জুন, ২০০৪

(২) ছুটিতে যাওয়ার আবেদনকৃত তারিখ ১০ ডিসেম্বর, ২০১৪

(৩) ইতিপূর্বে ভোগকৃত সর্বমোট ছুটির পরিমাণ–

(ক) গড় বেতনে অর্জিত ছুটি– ২ মাস ৭ দিন

(খ) অর্ধ-গড় বেতনে অর্জিত ছুটি– ২ মাস

(গ) প্রসূতি ছুটি– ৬ মাস

(ঘ) অধ্যয়ন ছুটি– ২ বৎসর

(ঙ) অসাধারণ ছুটি– ২ মাস

উপরোক্ত ক্ষেত্রে উক্ত কর্মচারীর অর্জিত ছুটির হিসাব হইবে নিম্নরূপ–

	সন	মাস	দিন
ছুটিতে যাওয়ার আবেদনকৃত তারিখ–	২০১৪	১২	১০
বাদ চাকরিতে যোগদানের তারিখ	২০০৪	০৬	১৯
মোট চাকরিকাল–			১০ বৎসর ০৫ মাস ২১ দিন

বাদ

ভোগকৃত ছুটিকাল–	বৎসর	মাস	দিন
গড় বেতনে অর্জিত ছুটিকাল–	০০	০২	০৭
অর্ধ-গড় বেতনে অর্জিত ছুটিকাল–	০০	০২	০০
প্রসূতি ছুটিকাল–	০০	০৬	০০
অধ্যয়ন ছুটিকাল–	০২	০০	০০
অসাধারণ ছুটিকাল–	০০	০২	০০
			০৩ বৎসর ০০ মাস ০৭ দিন
ছুটির হিসাবের জন্য কর্মকাল			০৭ বৎসর ০৫ মাস ১৪ দিন

মোট কর্মদিনের সংখ্যা= ৭ বৎসর×৩৬৫= ২৫৫৫ দিন
৫ মাস×৩০= ১৫০ দিন
১৪ দিন×১= ১৪ দিন
২৭১৯ দিন

গড় বেতনে মোট অর্জিত ছুটির পরিমাণ (২৭১৯÷১১)=২৪৭ দিন অর্থাৎ ৮ মাস ৭ দিন।

গড় বেতনে মোট অর্জিত ছুটির পরিমাণ–	৮ মাস ৭ দিন
ইতিমধ্যে ভোগকৃত অর্জিত ছুটি–	২ মাস ৭ দিন
প্রাপ্য অর্জিত ছুটির পরিমাণ–	৬ মাস ০ দিন

অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি

বি এস আর, পার্ট–১ এর ৫(৩২) নং বিধিমতে যে ছুটির সময়ে গড়বেতনের অর্ধেকের সমান ছুটিকালীন বেতন প্রাপ্য, উহাই অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি। নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর ৩(১) (iii) নং বিধিমতে একজন কর্মচারী কর্মকালের প্রতি ১২ দিনের জন্য ১ দিন হিসাবে অর্ধগড় বেতনে ছুটি অর্জন করে। অর্থাৎ ছুটি অর্জনের হার কর্মকালের $\frac{১}{১২}$।

উদাহরণ : *পূর্বোক্ত গড় বেতনে অর্জিত ছুটি নির্ণয়ের উদাহরণে প্রদত্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে অর্ধ-গড় বেতনে ছুটির হিসাব করিলে, প্রাপ্য অর্ধ-গড় বেতনে ছুটির পরিমাণ হইবে নিম্নরূপ –*

মোট কর্ম দিনের সংখ্যা ২৭১৯ দিন। তাঁহার অর্ধ-গড় বেতনে অর্জিত ছুটির পরিমাণ হইবে (২৭১৯÷১২)=২২৬+১=২২৭ দিন বা ৭ মাস ১৭ দিন।

উল্লেখ্য ভাগশেষ ৬ বা ইহার অধিক হইলে গড় বেতনে বা অর্ধ-গড় বেতনে এই উভয় ক্ষেত্রে 'ছুটি হিসাব' এর জন্য ভাগফলের সহিত ১ দিন যোগ করিতে হইবে। এইক্ষেত্রে ভাগশেষ ৭ হওয়ায় ভাগফল ২২৬ দিনের সহিত ১ দিন যোগ হইয়া ২২৭ দিন হইয়াছে। ভাগশেষ ৬ এর কম হইলে তাহা গণনায় ধরা যাইবে না।

গড় বেতনে ও অর্ধ গড় বেতনে ছুটির সর্বোচ্চ মেয়াদ

(ক) গড় বেতনে অর্জিত ছুটির মেয়াদ

১। **ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণ :** নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৩(১)(ii) অনুযায়ী একজন কর্মচারী ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণে এককালীন সর্বোচ্চ ৪ (চার) মাস পর্যন্ত গড় বেতনে ছুটি ভোগ করিতে পারেন।

২। **স্বাস্থ্যগত কারণ :** নির্ধারিত ছুটিমালা, ১৯৫৯ এর ৩(১) (ii) নং বিধি অনুযায়ী একজন কর্মচারী স্বাস্থ্যগত কারণে গড় বেতনে এককালীন সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ছুটির প্রয়োজন হইলে তাহা অর্ধ-গড় বেতনে ভোগ করিতে পারিবেন। অর্ধ-গড় বেতনে ছুটি পাওনা না থাকিলে নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি ৯ এর উপবিধি (৩) এর অধীনে অসাধারণ ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন।

বি এস আর, পর্ট-১ এর বিধি-১৫৭ এবং পরিশিষ্ট-৮ এর বিধান মোতাবেক স্বাস্থ্যগত কারণে ছুটির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অনুসরণ করিতে হইবে–

(১) ছুটির আবেদনের সহিত মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে। অনুচ্ছেদ-৯ ও ১৫

(২) স্বাস্থ্যগত কারণে ৩ মাসের অধিক ছুটির আবেদনের ক্ষেত্রে অথবা ৩ মাসকে অতিক্রমপূর্বক ছুটি বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রে মেডিকেল বোর্ডের সার্টিফিকেট প্রয়োজন হইবে। অনুচ্ছেদ-১১

(৩) ছুটি শেষে কর্মে যোগদানের ক্ষেত্রে ফিটনেস সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে। অনুচ্ছেদ-১৯ ও ২০

(৪) দাখিলকৃত মেডিকেল সার্টিফিকেটের বিষয়ে ছুটি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ সন্তোষ্ট না হইলে দ্বিতীয়বার মেডিকেল পরীক্ষার আদেশ দিতে পারিবেন। এইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নিজেই যতশীঘ্র সম্ভব দ্বিতীয়বার স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। অনুচ্ছেদ-১৬

(খ) অর্ধ-গড় বেতনে অর্জিত ছুটির মেয়াদ

অর্ধ-গড় বেতনে ছুটি ভোগের মেয়াদ নির্ধারিত না থাকিলেও যেহেতু নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৭ অনুযায়ী পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কারণে এককালীন সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত এবং স্বাস্থ্যগত কারণে ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত ছুটি ভোগ করা যায়, সেইহেতু অর্ধ-গড় বেতনে ছুটির মেয়াদ দ্বারা উক্ত সময়সীমাকে অতিক্রম করা যাইবে না।

(গ) ছুটির সর্বোচ্চ মেয়াদ

নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৭ অনুযায়ী ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণে এককালীন সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর এবং স্বাস্থ্যগত কারণে ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত ছুটি নেওয়া যায়। একপ্রকার ছুটির ধারাবাহিকতাক্রমে অন্যপ্রকার ছুটি, এইভাবে একাধিকপ্রকার ছুটি সম্মিলিতভাবে নেওয়া হইলেও বিধি-৭ তে বর্ণিত উক্ত সর্বোচ্চ মেয়াদ অতিক্রম করা যাইবে না।

অর্ধ-গড় বেতনের ছুটিকে গড় বেতনের ছুটিতে রূপান্তর

নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৩(১) (iii) অনুযায়ী স্বাস্থ্যগত কারণে ছুটির ক্ষেত্রে অর্ধ-গড় বেতনের ছুটিকে প্রতি দুই দিনের জন্য একদিন হিসাবে সর্বাধিক ১২ (বার) মাস পর্যন্ত গড় বেতনের ছুটিতে রূপান্তর করা যাইবে। ইহাছাড়া অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং MF/FD/Reg-II/leave-16/84/9, তারিখ : ২১ জানুয়ারি, ১৯৮৫ অনুযায়ী ছুটি নগদায়নের ক্ষেত্রেও একইহারে অর্ধগড় বেতনের ছুটিকে গড় বেতনের ছুটিতে রূপান্তর করা যাইবে।

অর্ধ-গড় বেতনে ছুটিভোগকালে প্রাপ্য বাড়ীভাড়া ভাতা ও চিকিৎসা ভাতার হার

অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং MF/R-II/HR-I/77-260(500), তারিখ : ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ অনুযায়ী অর্ধগড় বেতনে ছুটি ভোগকালে বাড়ীভাড়া ভাতা ও চিকিৎসা ভাতা পূর্ণ হারে পাইবেন।

'ছুটি হিসাব' এর জন্য কর্মকাল গণনা

'ছুটি হিসাব' এর জন্য কর্মকাল গণনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সময় গণনাযোগ্য–

(ক) প্রকৃত কর্মকাল।

(খ) যোগদানকাল।

(গ) বাধ্যতামূলক অপেক্ষাকাল।

(ঘ) শিক্ষানবিশকাল।

(ঙ) প্রশিক্ষণ কোর্সে ব্যয়িত সময়কাল।

(চ) প্রেষণকাল।

(ছ) দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশন/ রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক/অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেষণকাল। উল্লেখ্য পেনশন সহজীকরণ নীতিমালার ২.০৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে এইরূপ প্রেষণকালের জন্য লিভ সেলারী কন্ট্রিবিউশন জমা দিতে হইবে না।

(ছ) বহির্বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিদেশী সরকার বা সংস্থার অধীনে চাকরিকাল। তবে এইক্ষেত্রে লিভ সেলারী কন্ট্রিবিউশন জমা দিতে হইবে। স্মারক নং অম/অবি/প্রবিধি-৩/বিবিধ-২/২০০১/৪৭, তারিখ : ৮ মে, ২০০১ অনুসারে একজন সরকারী কর্মচারীর বৈদেশিক চাকরিকালের লিভ সেলারী কন্ট্রিবিউশন উক্ত কর্মচারী বৈদেশিক চাকরিতে যোগদানের পূর্বে সরকার হইতে প্রাপ্ত তাঁহার সর্বশেষ মাসিক মূল বেতনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

(জ) নৈমিত্তিক ছুটিকাল।

(ঝ) সংগনিরোধ ছুটিকাল।

উল্লেখ্য নৈমিত্তিক ছুটি এবং সংগনিরোধ ছুটিকাল ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ছুটিকালই 'ছুটি হিসাব' এর জন্য কর্মকাল হিসাবে গণনা করা যাইবে না।

উদাহরণ : একজন কর্মচারী ১৯ জুন, ১৯৯১ তারিখে চাকরিতে যোগদান করেন। তিনি ১০ মে, ২০১১ তারিখ হইতে ৪ মাসের ছুটির আবেদন করে। ইতিপূর্বে তিনি ২ বৎসর অধ্যয়ন ছুটি, ৬ মাস প্রসূতি ছুটি, ৩ মাস গড় বেতনে অর্জিত ছুটি, ৩ মাস অর্ধ-গড় বেতনে ছুটি, ২ বৎসর অসাধারণ ছুটি এবং ২১ দিন সংগনিরোধ ছুটি ভোগ করেন। এইক্ষেত্রে তাহার "ছুটি হিসাব" এর জন্য কর্মকাল হইবে নিম্নরূপ–

মোট চাকরিকাল : (১০/৫/২০১১–১৯/৬/১৯৯১)=১৯ বৎসর ১০ মাস ২১ দিন

বাদ

	বৎসর	মাস	দিন
ভোগকৃত ছুটিকাল–			
গড় বেতনে অর্জিত ছুটিকাল–	০০	০৩	০০
অর্ধ-গড় বেতনে অর্জিত ছুটিকাল–	০০	০৩	০০
প্রসূতি ছুটিকাল–	০০	০৬	০০
অধ্যয়ন ছুটিকাল–	০২	০০	০০
অসাধারণ ছুটিকাল–	০২	০০	০০
			০৫ বৎসর ০০ মাস ০০ দিন
ছুটির হিসাবের জন্য কর্মকাল			১৪ বৎসর ১০ মাস ২১ দিন

অসাধারণ ছুটি

(Extraordinary Leave)

নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৯(৩)

নির্ধারিত ছুটিবিধিমালা জারির প্রেক্ষিত্রে অসাধারণ ছুটি সংক্রান্তে বি এস আর, পার্ট-১ তে যে সকল বিধান সন্নিবেশিত আছে, উহা বর্তমানে প্রযোজ্য নাই। অসাধারণ ছুটি সম্পর্কীত নিয়ামবলী "নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯" এর বিধি-৯(৩) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উক্ত উপ-বিধিটি নিম্নরূপ–

"৯(৩)(১) অসাধারণ ছুটি, যাহার জন্য ছুটিকালীন বেতন প্রদেয় নয়, যে কোন সরকারী কর্মচারীকে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রদান করা যাইতে পারে–

(এ) যখন বিধিমতে অন্য কোন প্রকার ছুটি প্রাপ্য নয়; অথবা

(বি) যখন অন্য কোন প্রকার ছুটি প্রাপ্য হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিতভাবে অসাধারণ ছুটির জন্য আবেদন জানায়।

(২)(এ) স্থায়ীকর্মে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারী ব্যতীত অন্যান্যের ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটির মেয়াদ এককালীন ৩ (তিন) মাসের অধিক হইবে না।

তবে বিধান থাকে যে, স্থায়ীকর্মে নিয়োজিত নয় এমন সরকারী কর্মচারী বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে ৫ (পাঁচ) বৎসর সরকারের চাকরি করিবেন, এই মর্মে বন্ড প্রদান করিয়াছেন এবং চাকরির মেয়াদ নিরবচ্ছিন্নভাবে কমপক্ষে ৩ (তিন) বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, এইরূপ যে সরকারী কর্মচারী উল্লেখিত প্রকার বন্ড প্রদানপূর্বক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণে বা অধ্যয়নে রত রহিয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে না।

আরো বিধান থাকে যে, দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার ক্ষেত্রে মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অস্থায়ী সরকারী কর্মচারীকে সর্বাধিক ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত অসাধারণ ছুটি প্রদান করা যাইবে।

(বি) যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত একজন অস্থায়ী সরকারী কর্মচারীকে এককালীন সর্বাধিক ১২ (বার) মাস পর্যন্ত অসাধারণ ছুটি প্রদান করা যাইবে; তবে বিধান থাকে যে–

যে পদ হইতে সরকারী কর্মচারী ছুটিতে যাইতেছেন, ঐ পদটি তাঁহার কর্মে প্রত্যাবর্তন অবধি বহাল থাকিবে।

দাখিলকৃত সার্টিফিকেটে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যক্ষ্মা বিশেষজ্ঞ বা সিভিল সার্জনের ছুটির মেয়াদ উল্লেখপূর্বক সুপারিশ থাকিলে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

সুপারিশ প্রদানকালে মেডিকেল অফিসার বি এস আর, পার্ট–১ এর পরিশিষ্ট–৮ এর বিধি-(৭) অনুসরণ করিবেন।

(৩) ছুটি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ছুটিবিহীন অনুপস্থিতির সময়কে ভূতাপেক্ষিকভাবে অসাধারণ ছুটিতে রূপান্তর করিতে পারিবেন।

অসাধারণ ছুটি সংক্রান্ত অন্যান্য বিধান

১। নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি ৯ এর উপবিধি (৩) মতে এই প্রকার ছুটি ভোগকালে ছুটিকালীন বেতন প্রাপ্য নয় এবং এই প্রকার ছুটি "ছুটি হিসাব" হইতে বিয়োগ হয় না।

২। অন্যান্য প্রকার ছুটির সহিত একত্রে বা অন্যান্য প্রকার ছুটির ধারাবাহিকতাক্রমে এই প্রকার ছুটি প্রদান করা যাইবে। (এফ, আর–৮৫ এর অডিটর জেনারেলের সিদ্ধান্ত এবং নির্ধারিত ছুটি বিধিমালার ১১ নং বিধি)।

অধ্যয়ন ছুটি

(Study Leave)

বি এস আর, পার্ট-১ এর বিধি-১৯৪ এবং এফ আর-৮৪

সরকারের সাধারণ আদেশের শর্তাধীনে একজন সরকারী কর্মচারীকে সায়েন্টিফিক, টেকনিকেল অথবা তদরূপ শিক্ষার জন্য অথবা নির্দেশনাগত কোন বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য অধ্যয়ন ছুটি প্রদান করা যাইবে এবং এই প্রকার ছুটি "ছুটি হিসাব" হইতে বিয়োগ হয় না।

অধ্যয়ন ছুটি সম্পর্কে বি এস আর, পার্ট-১ এর পরিশিষ্ট-৫ তে আরো যে সকল বিধান রহিয়াছে, তাহা নিম্নরূপ–

১। অধ্যয়ন ছুটি কেবল সরকার মঞ্জুর করিতে পারিবে।

২। অধ্যয়ন ছুটির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অথবা বাহিরে অর্ধগড় বেতনে অতিরিক্ত ছুটি (extra leave) নেওয়া যাইবে।

সাধারণভাবে চাকরির মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর পূর্ণ হয় নাই, এমন সরকারী কর্মচারীকে অথবা যে তারিখে ইচ্ছা করিলে কোন সরকারী কর্মচারী অবসরগ্রহণের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন, ঐ কর্মচারীকে ঐ তারিখের ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে অথবা ২৫ (পঁচিশ) বৎসর চাকরির পরে অবসরগ্রহণের সুযোগ থাকায়, কোন সরকারী কর্মচারীর যে তারিখে চাকরির ২৫ (পঁচিশ) বৎসর পূর্ণ হইবে, ঐ তারিখের ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে উক্ত কর্মচারীকে অধ্যয়ন ছুটি দেওয়া যাইবে না। আনুপাতিক হারে পেনশন আসন্ন, এইরূপ সরকারী কর্মচারীকেও অধ্যয়ন ছুটি দেওয়া যাইবে না।

৩। জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করিতে হইবে। সাধারণভাবে এককালীন সর্বাধিক ১২ (বার) মাস অধ্যয়ন ছুটির যথোপযুক্ত সময় এবং বিশেষ কারণ ব্যতীত এই সীমা অতিক্রম করা যাইবে না। সরকারী কর্মচারীর সমগ্র চাকরি জীবনে এই প্রকার ছুটির মেয়াদ ২ (দুই) বৎসরের অধিক হইবে না এবং তাঁহাকে তাঁহার নিয়মিত দায়িত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন রাখে বা তাঁহার অনুপস্থিতি সমস্যার সৃষ্টি করে, এইরূপভাবে পুনঃপুনঃ এই ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না। ২ (দুই) বৎসরের অধ্যয়ন ছুটির সহিত অসাধারণ ছুটি বা মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে ছুটি ব্যতীত, ৪ (চার) মাস পর্যন্ত ছুটি দেওয়া যাইবে। এই ৪ (চার) মাসের সময়সীমা অতিক্রমের ক্ষেত্রে (২৮ মাসের অতিরিক্ত সময় নিয়মিত কর্ম হইতে অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে) অতিক্রমনকৃত সময় অসাধারণ ছুটি অথবা মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে। তবে বি এস আর, পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ এর বিধান মোতাবেক সর্বমোট অনুপস্থিতির কাল ৫ (পাঁচ) বৎসর সময়সীমাকে অতিক্রম করিবে না।

৪। অধ্যয়ন ছুটির সহিত সংযুক্তভাবে অন্য প্রকার ছুটি নেওয়া হইলে অধ্যয়ন ছুটির মেয়াদ এইরূপ হইবে যেন পূর্বে মঞ্জুরকৃত অন্যান্য ছুটির জের তাহার কর্মে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত যথেষ্ট হয়।

৫। কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করার পরবর্তী পর্যায়ে যদি দেখা যায় কোর্সটি ঐ মঞ্জুরকৃত মেয়াদের পূর্বেই সমাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত সময় মঞ্জুরকৃত অধ্যয়ন ছুটি হইতে বাদ যাইবে, যদি না তিনি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ঐ অতিরিক্ত সময় সাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য করার অনুমতিগ্রহণ করেন।

৬। অধ্যয়ন ছুটির প্রতিটি আবেদন নিরীক্ষা কর্মকর্তার সার্টিফিকেটসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে এবং যে কোর্সে বা পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতে যাইতেছে, উহার পূর্ণ বিবরণ দিবেন।

১১। কোর্সের ফি সংশ্লিষ্ট কর্মচারী নিজে বহন করিবেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার তাহা বিবেচনাপূর্বক প্রদান করিতে পারেন।

১২। কোর্স সমাপ্তিতে উহার সার্টিফিকেট সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১৩। অধ্যয়ন ছুটিকাল পদোন্নতি ও পেনশনের জন্য কর্মকাল হিসাবে গণ্য হইবে। কিন্তু "ছুটি হিসাব" এর জন্য কর্মকাল হিসাবে গণনাযোগ্য নয়। এই ছুটি ইতিমধ্যে জমাকৃত ছুটি হইতে বাদ যাইবে না। এই প্রকার ছুটি অর্ধগড় বেতনে অতিরিক্ত ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে। তবে পাওনা অর্ধগড় বেতনের ছুটি হইতে বাদ যাইবে না।

১৪। অধ্যয়ন ছুটি ভোগকালে অর্ধগড় বেতনে ছুটিকালীন বেতন প্রাপ্য।

অধ্যয়ন ছুটি সংক্রান্ত এফ আর–৮৪ এর নিরীক্ষা নির্দেশনা

এই প্রকার ছুটির অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ সরকার। চাকরির মেয়াদ ৫ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, এমন কর্মচারীকেও ছুটি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন।

সংগনিরোধ ছুটি

(Quarantine Leave)

বি এস আর, পার্ট-১ এর বিধি-১৯৬

সংগনিরোধ ছুটি সম্পর্কে বি এস আর-১৯৬ এর বিধান নিম্নরূপ-

(১) সরকারী কর্মচারীর পরিবারের বা তাঁহার বাড়ীর কোন বাসিন্দার সংক্রামক রোগের কারণে উক্ত কর্মচারীর অফিসে আগমন নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারির মাধ্যমে যে ছুটি প্রদান করা হয়, উহাই সংগনিরোধ ছুটি।

(২) এই প্রকার ছুটি মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অফিস প্রধান সর্বাধিক ২১ (একুশ) দিন পর্যন্ত এবং বিশেষ অবস্থায় ৩০ (ত্রিশ) দিন পর্যন্ত মঞ্জুর করিতে পারিবেন। সংগনিরোধজনিত কারণে ইহার অতিরিক্ত ছুটির প্রয়োজন হইলে, এই অতিরিক্ত ছুটি সাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) এই প্রকার ছুটিকালকে কর্মকাল হিসাবে গণ্য করা হয় এবং এই সময়ে উক্ত পদে অন্য কোন লোক নিয়োগ করা যায় না। ইহাছাড়া উক্ত ছুটি ভোগকালে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বেতন ভাতাদি পাইবেন।

(৪) এই প্রকার ছুটির মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অফিস প্রধান।

বিশ্লেষণ : (১) গুটি বসন্ত, কলেরা, প্লেগ, টাইফাস জ্বর ও সেরিব্রোস্পাইনাল মেনেনজষ্টাটিস রোগের ক্ষেত্রে এই প্রকার ছুটি প্রদান করা যাইবে। (স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং জনস্বাস্থ্য/১কিউ-৪/৩৪২, তারিখ : ২৩ এপ্রিল, ১৯৭৫)

বিশ্লেষণ : (২) এই প্রকার ছুটি, "ছুটি হিসাব" হইতে বিয়োগ হয় না এবং নৈমিত্তিক ছুটির অনুরূপভাবে ছুটির হিসাবের জন্য এই প্রকার ছুটিকালকে কর্মকাল হিসাবে গণ্য করা হয়।

প্রসূতি ছুটি

বি এস আর-১৯৭, এফ আর-১০১ এবং এস আর (এফ আর)-২৬৭, ২৬৮)

(১) কোন মহিলা কর্মচারী প্রসূতি ছুটির জন্য আবেদন করিলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিধি-১৪৯ অথবা বিধি-১৫০ তে বর্ণিত কর্তৃপক্ষ ছুটি আরম্ভের তারিখ অথবা সন্তান প্রসবের উদ্দেশ্যে আতুর ঘরে আবদ্ধ হওয়ার তারিখ, ইহার মধ্যে যাহা পূর্বে ঘটিবে, ঐ তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের ছুটি মঞ্জুর করিবেন।

(১এ) একজন মহিলা কর্মচারী সমগ্র চাকরিকালে প্রসূতি ছুটি ২ (দুই) বারের অধিক পাইবেন না।

(১বি) এই বিধির অধীনে মঞ্জুরিকৃত প্রসূতি ছুটি মহিলা কর্মচারীর "ছুটি হিসাব" হইতে বিয়োগ হইবে না এবং ছুটিতে যাওয়ার প্রাক্কালে উত্তোলিত বেতনের হারে পূর্ণ বেতন পাইবেন।

বিশ্লেষণ : এস আর ও নং ১৮৬/অম/অবি/প্রবি-২/ছুটি-৩/২০০১, তারিখ : ৯ জুলাই, ২০০১/ ২৫ আষাঢ়, ১৪০৮ দ্বারা বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্, পার্ট-১ এর ১৯৭ নং বিধির উপবিধি-(১) এর পরিবর্তে উপবিধি-(১), (১এ) ও ১(বি) প্রতিস্থাপন করা হয় এবং এস, আর, ও নং ০৫/নথি নং ০৭.১৭৫.০০৮.০৮.০০.০০১.২০০০/ আইন/২০১১, তারিখ : ৯ জানুয়ারি, ২০১১ দ্বারা উপবিধি (১) পুনঃপ্রতিস্থাপন করা হয়।

বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্, পার্ট-১ এর ১৯৭(১) নং বিধি উপরোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হওয়ায় প্রসূতি ছুটি সংক্রান্ত বর্তমান বিধানসমূহ নিম্নরূপ

(ক) প্রসূতি ছুটির মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস। গর্ভবতী হওয়ার পর যে তারিখ হইতে ছুটিতে যাওয়ার আবেদন করিবে, ঐ তারিখ হইতেই ৬ (ছয়) মাসের ছুটি মঞ্জুর করিতে হইবে। তবে উক্ত ছুটি আরম্ভের তারিখ সন্তান প্রসবের উদ্দেশ্যে আতুর ঘরে আবদ্ধ হওয়ার তারিখের পরবর্তী কোন তারিখ হইতে পারিবে না। অর্থাৎ ছুটি আরম্ভের সর্বশেষ তারিখ হইবে সন্তান প্রসবের তারিখ। উল্লেখ্য গর্ভবতী হওয়ার স্বপক্ষে ডাক্তারী সার্টিফিকেটসহ আবেদন করা হইলে প্রসূতি ছুটির আবেদন না মঞ্জুর করার কিংবা ছয় মাস অপেক্ষা কম সময়ের জন্য ছুটি মঞ্জুর করার কিংবা ছুটি আরম্ভের তারিখ পরিবর্তন করার ক্ষমতা ছুটি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের নাই। বি এস আর-১৯৭(১)

(খ) গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে সরকার অথবা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই প্রসূতি ছুটি মঞ্জুরির জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই অর্জিত ছুটি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ প্রসূতি ছুটি মঞ্জুরির জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। বি এস আর-১৯৭(১), ১৪৯ ও ১৫০

(গ) সমগ্র চাকরি জীবনে প্রসূতি ছুটি দুইবারের বেশী প্রাপ্য নয়। বি এস আর-১৯৭(১এ)

(ঘ) প্রসূতি ছুটি "ছুটি হিসাব" হইতে বিয়োগ হইবে না। অর্থাৎ প্রসূতি ছুটির জন্য ছুটি অর্জন করিতে হইবে না এবং পাওনা ছুটি হইতে প্রসূতি ছুটিকাল বাদ যাইবে না। বি এস আর-১৯৭(১বি)

(ঙ) ছুটি ভোগকালে ছুটিতে যাওয়ার প্রাক্কালে প্রাপ্য বেতনের হারে পূর্ণ বেতন প্রাপ্য। বি এস আর-১৯৭(১বি)

(চ) ডাক্তারী সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে গড় বেতনে অর্জিত ছুটিসহ যে কোন প্রকার ছুটির আবেদন করিলে প্রসূতি ছুটির ধারাবাহিকতাক্রমে উক্ত প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে। এফ আর এর এস আর-২৬৮ এবং বি এস আর-১৯৭(২)

(ছ) অস্থায়ী সরকারী কর্মচারীও প্রসূতি ছুটি প্রাপ্য। এফ আর এর এস আর-২৬৭ এর সরকারী সিদ্ধান্ত

বিশ্লেষণ : এস. আর. ও নং ৮৪/নথি নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.০৮.০০১.১২/আইন/২০১২, তারিখ : ১ এপ্রিল ২০১২ দ্বারা সন্তান প্রসবের সম্ভাব্য তারিখে চাকরির মেয়াদ নয় মাস পূর্ণ হয় নাই, এইরূপ অস্থায়ী কর্মচারীকে প্রসূতি ছুটি প্রদান না করা সংক্রান্ত বি এস আর, পার্ট-১ এর বিধি ১৯৭ এর নোট বিলুপ্ত করায় চাকরির মেয়াদ নির্বিশেষে সকল অস্থায়ী কর্মচারীগণও প্রসূতি ছুটি পাইবেন।

(জ) মহিলা শিক্ষানাবশি (Lady Apprentices) এবং পার্ট-টাইম মহিলা ল' অফিসার প্রসূতি ছুটি প্রাপ্য। এফ আর এর এস আর-২৬৭ এর সরকারী সিদ্ধান্ত।

প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি

নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৫ অনুসারে ছুটি পাওনা না থাকা সত্ত্বেও একজন স্থায়ী সরকারী কর্মচারীকে ভবিষ্যতে সমন্বয়ের শর্তে ব্যক্তিগত বিশেষ কারণে বা মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অবসর-উত্তর ছুটির ক্ষেত্র ব্যতীত প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি প্রদান করা যায়। নিম্নে বিধিটি উদ্ধৃত করা হইল :

বিধি-৫। প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি।-(১) অবসর-উত্তর ছুটির ক্ষেত্র ব্যতীত স্থায়ীকর্মে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীকে সমগ্র চাকরি জীবনে মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ বার মাস এবং মেডিকেল সার্টিফিকেট ব্যতীত সর্বোচ্চ তিন মাস পর্যন্ত অর্ধ গড় বেতনে প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি প্রদান করা যাইবে।

(২) স্থায়ীকর্মে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি ভোগ শেষে কর্মে প্রত্যাবর্তন করার পর পুনঃকর্মকাল দ্বারা ভোগকৃত ছুটি সমন্বয় না করা পর্যন্ত কোন ছুটি প্রাপ্য নয়।

নোট : (১) এই বিধির অনুচ্ছেদ (২) এর অধীনে ছুটি অর্জন বলিতে বিধি-৩(১)(iii) অনুযায়ী ছুটি অর্জন বুঝাইবে এবং গড় বেতনের ছুটির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

বিশ্লেষণ : (১) প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি কেবল স্থায়ীকর্মে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীকেই প্রদান করা যায়। চাকরির মেয়াদ তিন বৎসরের অধিক হইলেও অস্থায়ীকর্মে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীকে এই প্রকার ছুটি প্রদান করা যায় না।

বিশ্লেষণ : (২) এই ছুটি গড় বেতনে প্রদান করা যায় না। শুধু অর্ধ গড় বেতনেই প্রদান করা যায়। অর্থাৎ এই প্রকার ছুটি ভোগকালে অর্ধহারে বেতন প্রাপ্য।

বিশ্লেষণ : (৩) মেডিকেল সার্টিফিকেটসহ আবেদন করা হইলে অর্থাৎ চিকিৎসাগত কারণে সমগ্র কর্মজীবনে ১২ (বার) মাস এবং অন্যান্য কারণে সমগ্র কর্মজীবনে ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত এই ছুটি অর্ধ গড় বেতনে প্রদান করা যাইবে।

বিশ্লেষণ : (৪) ছুটি ভোগ শেষে কর্মে যোগদান করিয়া পুনঃকর্মকাল দ্বারা ভোগকৃত ছুটি অর্জন না করা পর্যন্ত ছুটি প্রাপ্য নয়। এইক্ষেত্রে ছুটি অর্জন বলিতে অর্ধ গড় বেতনে ছুটি অর্জন বুঝাইবে। অর্ধ গড় বেতনে ছুটি পাওনা না থাকিলেই কেবল প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি প্রদান করা হয় বিধায় অর্ধ গড় বেতনের ছুটি অর্জন দ্বারাই উহা সমন্বয় করিতে হয়। পূর্ণ গড় বেতনের ছুটির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

উদাহরণঃ

কোন একজন স্থায়ীকর্মে নিযুক্ত কর্মচারীর চাকরির মেয়াদ (ইতোমধ্যে ভোগকৃত ছুটি বাদে) নিরবচ্ছিন্নভাবে আট বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর তিনি মারাত্মক দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন এবং চিকিৎসার কারণে মেডিকেল সার্টিফিকেট অনুযায়ী তাঁহার এক বৎসরের ছুটি প্রয়োজন। এইক্ষেত্রে তিনি আট বৎসর কর্মকালের গড় বেতনে ছুটি অর্জন করিয়াছেন- (৩৬৫×৮)÷১১=২৬৫ দিন বা ৮ মাস ২৫ দিন এবং অর্ধ গড় বেতনে ছুটি অর্জন করিয়াছেন-(৩৬৫×৮)÷১২=২৪৩ দিন বা ৮ মাস ৩ দিন। কিন্তু

ইতোমধ্যে তিনি গড় বেতনে ১ মাস ১৫ দিন এবং অর্ধ গড় বেতনে তিন মাস ছুটি ভোগ করিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার ছুটি পাওনা আছে, গড় বেতনে (৮ মাস ২৫ দিন – ১ মাস ১৫ দিন) ৭ মাস ১০ দিন এবং অর্ধ গড় বেতনে (৮ মাস ৩ দিন – ৩ মাস) = ৫ মাস ৩ দিন।

নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি ৩(১)(ii) অনুযায়ী তিনি সর্বোচ্চ ৬ মাস গড় বেতনে ছুটি পাইবেন। সেই অনুসারে ৬ মাস গড় বেতনে ছুটি দেওয়া হইলে আরো ৬ মাস অর্ধ গড় বেতনে ছুটির প্রয়োজন। কিন্তু অর্ধ গড় বেতনে তাঁহার পাওনা ছুটির পরিমাণ ৫ মাস ৩ দিন।

এইক্ষেত্রে তাঁহাকে ৬ মাস গড় বেতনে এবং ৫ মাস ৩ দিন অর্ধ গড় বেতনে ছুটি দেওয়া যাইতে পারে। বাকী সময় অর্থাৎ ১২ মাস – ১১ মাস ৩ দিন (৬ মাস + ৫ মাস ৩ দিন) = ২৭ দিন তাহাকে প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি প্রদান করা যাইতে পারে। ছুটি ভোগ শেষে তিনি কর্মে যোগদান করার পর অর্ধ গড় বেতনে ২৭ দিনের প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি সমন্বয় না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার ছুটির হিসাবে অর্ধ গড় বেতনে কোন ছুটি জমা হইবে না। অর্থাৎ ছুটি শেষে যোগদানপূর্বক কর্মকাল (২৭×১২)=৩২৪ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী দিন হইতে পুনরায় অর্ধ গড় বেতনের ছুটি তাঁহার 'ছুটি হিসাব' এ জমা হইতে থাকিবে।

বিশ্লেষণ : প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি সম্পর্কে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ এর বিধি-১৮৪(সি) তে বর্ণিত বিধানসমূহ 'নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯' এর বিধি- ৫ এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় তাহা বর্তমানে কার্যকর নাই। তবে এই বিধিটির নোট অংশে বর্ণিত শর্তাবলী অনুসরণ করিতে হইবে। নোট- (৬) নিম্নরূপ–

নোট–৬। এই প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি কেবল বিশেষ অবস্থায়, যথা– অসুস্থ্যতা বা ব্যক্তিগত জরুরী প্রয়োজনে প্রদান করা যাইবে। এই প্রকার ছুটি একবার মঞ্জুর করা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর আবেদন ব্যতীত তাহা বাতিল করা যাইবে না। সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ছুটি ভোগ শেষে কর্মে যোগদানপূর্বক এই ছুটি অর্জন করিবেন, এইমর্মে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ পরিতুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করিবেন না।

অবসর-উত্তর ছুটি

১। অর্থ বিভাগের প্রবিধি অনুবিভাগের প্রবিধি শাখা-১ এর প্রজ্ঞাপন নং অম/অবি/প্রবি-১/চাঃবিঃ-৩/২০১০(অংশ-৩)-৬২, তারিখ : ০৬ এপ্রিল, ২০১০ দ্বারা অবসর-উত্তর ছুটি সংক্রান্তে নিম্নরূপ নির্দেশনা জারি করা হয়–

"Public Servants (Retirement) Act, 1974 এর 4 ও 7 ধারার মধ্যে সামঞ্জস্যতা আনয়নের লক্ষ্যে 7 ধারায় সংশোধনী আনয়নপূর্বক অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি (Leave Preparatory to Retirement) কে অবসর-উত্তর ছুটি (Post Retirement Leave) দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়। মূলত LPR সংক্রান্ত বিধিবিধানের কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অবসর উত্তর ছুটি মঞ্জুরের ক্ষেত্রে যাতে কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়, সে জন্যে বিষয়টি স্পষ্টীকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ নির্দেশনা জারি করা হলো–

(ক) আইনের 4 ও 4A ধারার অধীনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৫৭ বা ৫৯ বছর পূর্তির দিনটি সংশ্লিষ্ট গণকর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অবসরগ্রহণের দিন হিসাবে গণ্য হবে। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ (পার্ট-১) এর বিধি ৭৯ এর বিধানমতে উক্ত দিনটি অকর্ম দিবস (নন-ওয়ার্কিং ডে) হিসেবে গণ্য হবে এবং উক্ত দিন হতে অবসর গ্রহণ কার্যকর হবে। তবে ছুটি পাওনা সাপেক্ষে অবসরগ্রহণের জন্য নির্ধারিত উক্ত দিনটির পরবর্তী দিন হতে সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত একজন গণ কর্মকর্তা/কর্মচারী অবসর-উত্তর ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

(খ) এ ক্ষেত্রে গণ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিকালীন সময়ের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত অন্যান্য সকল নির্দেশনা পূর্বের ন্যায় অবসর-উত্তর ছুটিকালীন সময়েও বহাল থাকবে।"

২। গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর ধারা–৭ এর বিধান অনুযায়ী অবসর-উত্তর ছুটি প্রাপ্য। উক্ত আইনের ধারা–৪ ও ৪এ এর অধীনে কোন গণ কর্মচারীর ৫৯ বৎসর বয়স পূর্তিতে অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং ধারা–৯(১) এর অধীনে চাকরির ২৫ বৎসর পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং ধারা–৯(২) এর অধীনে চাকরির ২৫ বৎসর পূর্তিতে সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে অবসর দানের ক্ষেত্রে অবসর-উত্তর ছুটি প্রাপ্য। জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৫ এর অনুচ্ছেদ–৬(১৩) দ্বারা ১ জানুয়ারি, ২০০৫ তারিখ হইতে এই ছুটির সর্বোচ্চ মেয়াদ ছুটি পাওনা সাপেক্ষে পূর্ণ গড় বেতনে ১২ (বার) মাস করা হয়।

৩। অবসর-উত্তর ছুটি ভোগ করার পরও ছুটি পাওনা থাকিলে সর্বাধিক ১২ (বার) মাসের মূল বেতনের সমান আর্থিক সুবিধা পাইবে। এইক্ষেত্রে প্রাপ্য অর্ধ গড় বেতনের ছুটিকে প্রতি দুই দিনের জন্য একদিন হিসাবে পূর্ণ গড় বেতনের ছুটিতে রূপান্তর করা যাইবে। যদি কোন কর্মচারী অবসর-উত্তর ছুটি ভোগ না করেন, তাহা হইলে তিনিও প্রাপ্য ছুটির সর্বাধিক বার মাসের মূল বেতনের সমান আর্থিক সুবিধা পাইবেন। (অর্থ বিভাগের স্মারক নং MF/FD/Reg-II/Leave-16/84/9, তারিখ: ২১ জানুয়ারি, ১৯৮৫)

৪। কোন গণকর্মচারী ৫৯ বৎসর বয়স পূর্তির পূর্বে যদি অবসর-উত্তর ছুটি গ্রহণের জন্য আবেদন করেন, কিন্তু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি প্রশাসনিক কারণে তাহার ৫৯ বৎসর বয়স পূর্তির পূর্বে অবসর-উত্তর ছুটির আদেশ জারি করিতে ব্যর্থ হয়, তবে সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ৫৯ বৎসর বয়স পূর্তির পূর্ব তারিখ হইতে ভূতাপেক্ষভাবে পরবর্তী সময় অবসর-উত্তর ছুটি প্রদান করা যাইবে। (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং সম(বিধি-৪)-পেনশন-৮(অংশ-১)৮৭-২, তারিখ : ২ জানুয়ারি, ১৯৯৩)

৫। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ইহার অধীনস্থ অবসর-উত্তর ছুটি ভোগরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে কোনরূপ হয়রানী না করিয়া তাহাদের আবেদনের ভিত্তিতে বহির্বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর করিবেন। (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং সম(বিধি-৪)-বিবিধ-৭০/৯২-৫৩(৩০০), তারিখ : ৯ মার্চ, ১৯৯৩)

৬। চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে মৃত্যুর তারিখে অবসরগ্রহণ ধরিয়া পাওনা সাপেক্ষে ছুটির পরিবর্তে প্রাপ্য নগদ অর্থ পরিবারকে প্রদান করা যাইবে। এইক্ষেত্রে পরিবার বলিতে পারিবারিক পেনশন প্রদান নিমিত্তে পেনশন বিধিতে প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী পরিবার বুঝাইবে। (অর্থ বিভাগের স্মারক নং অম/অবি/প্রবি-২/ছুটি-১৬/৮৪/১৯৩, তারিখ : ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫)

নৈমিত্তিক ছুটি

১। নৈমিত্তিক ছুটি চাকরি বিধিমালা স্বীকৃত ছুটি নয় এবং নৈমিত্তিক ছুটির অনুপস্থিতিকে কাজে অনুপস্থিতি হিসাবে গণ্য করা হয় না। বাংলাদেশ চাকরি বিধিমালার প্রথম খন্ডের বিধি-১৯৫ এর নোট-২ এ উল্লেখিত শর্ত সাপেক্ষে এইরূপ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। এই প্রকার ছুটিতে অনুপস্থিত কর্মকর্তার কার্য পালনের জন্য কোন বদলীর ব্যবস্থা করা হয় না। তাই নৈমিত্তিক ছুটিভোগকারী কর্মকর্তার অনুপস্থিতির কারণে যদি জনস্বার্থ ক্ষুন্ন হয়, তাহা হইলে ছুটি প্রদানকারী ও ছুটিভোগকারী কর্মকর্তা উভয়ে দায়ী থাকিবেন।

২। পঞ্জিকা বর্ষে একজন সরকারী কর্মচারী সর্বমোট ২০ (বিশ) দিন নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন।

৩। কোন সরকারী কর্মচারীকে একসঙ্গে ১০ (দশ) দিনের বেশী নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান করা যাইবে না। তবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৫ ফ্রেব্রুয়ারি, ১৯৮২ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ইডি(রেগ-৬)/ছুটি-১৩/৮০-১৪ মোতাবেক পার্বত্য জেলায় কর্মরত সকল সরকারী কর্মচারীকে এক বৎসরের মঞ্জুরযোগ্য ২০ (বিশ) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি একইসঙ্গে ভোগ করিতে দেওয়া যাইবে।

৪। কোন কর্মকর্তা আবেদন জানাইলে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি এক বা একাধিকবার সাপ্তাহিক ছুটি অথবা অন্য কোন সরকারী ছুটির পূর্বে অথবা পরে সংযুক্ত করার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। যেইক্ষেত্রে এইমর্মে আবেদন করা হইবে না বা

অনুমতি দেওয়া হইবে না, সেইসকল ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক ছুটি বা সরকারী ছুটির দিনগুলিও নৈমিত্তিক ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

৫। নৈমিত্তিক ছুটি উভয় দিকে সরকারী ছুটির সহিত সংযুক্ত করা যাইবে না।

৬। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে নৈমিত্তিক ছুটিভোগকারী কোন কর্মচারী সদর দপ্তর ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

৭। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে নৈমিত্তিক ছুটিতে থাকাকালীন কোন ব্যক্তিকে সদর দপ্তর হইতে এমন দূরত্বে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাইবে না, যেখান হইতে সদর দপ্তরে কাজে যোগদানের আদেশ পাওয়ার পর কাজে যোগদান করিতে ৪৮ (আট চল্লিশ) ঘন্টার অধিক সময় লাগিতে পারে।

৮। নিয়মিত ছুটি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অথবা অধস্তন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ নৈমিত্তিক ছুটি এবং তদ্‌সংগে সদর দপ্তর ত্যাগের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন। গুরুতর অসুস্থ্যতা, বিশেষ করিয়া সংক্রামক ব্যাধির (যেমন গুটি বসন্ত) ক্ষেত্রে কাজে যোগদানের নির্দেশ প্রাপ্তির সংগে সংগেই কাজে যোগদান সম্ভব নয় বিধায় এই সকল ক্ষেত্রে নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করার প্রশ্ন উঠে না। তবে ব্যক্তিগত অসুবিধা, সামান্য অসুস্থ্যতা (যেমন সাধারণ জ্বর) ইত্যাদি কারণে নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

৯। নৈমিত্তিক ছুটিতে থাকার সময়ে বিদেশে গমন করা যাইবে না।

১০। সরকারী কাজে অথবা প্রশিক্ষণার্থে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থানরত কর্মকর্তাদিগকে নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান সরকার নিরুৎসাহিত করেন। তবে কেবল বিশেষ পরিস্থিতিতে উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান করা যাইবে। (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি নং ইডি(রেগ-৬)/ছুটি-১৪/৮১-২৪(৫০০১), তারিখ : ৮ এপ্রিল, ১৯৮২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং সম(রেগ-৫)-৪৩১/৮৩-১০/(৫০০), তারিখ: ২৯ মে, ১৯৮৪)

বিশ্লেষণ : নৈমিত্তিক ছুটি প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ স্বীকৃত কোন ছুটি নয়। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ এর বিধি-১৯৫ এর নোট-(২) এর প্রেক্ষিতে এই প্রকার ছুটি প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ এবং নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৭৯ তে যে সকল ছুটির বিধান আছে, উহার সহিত নৈমিত্তিক ছুটির যথেষ্ঠ পার্থক্য রহিয়াছে। নৈমিত্তিক ছুটির সময়কে কর্মরত হিসাবে গণ্য করা হয়। ছুটি হইতে প্রত্যাবর্তনের পর যোগদানপত্র দাখিল করিতে হয় না। ইহাছাড়া হঠাৎ উদ্ভুত কোন অতি সাময়িক কারণে যথা– সর্দি, জ্বর, জরুরী পারিবারিক প্রয়োজনে এই ছুটি প্রদান করা হয়। নৈমিত্তিক ছুটি বর্ধিত করণের কোন বিধান নাই।

সাধারণ ও সরকারী ছুটি

(ক) সাধারণ ছুটি (পাবলিক হলিডে) : নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট এ্যাক্ট, ১৮৮১ এর ধারা-২৫ এর ব্যাখ্যা অনুসারে সাধারণ ছুটি বলিতে সাপ্তাহিক ছুটি এবং সরকারী গেজেটের মাধ্যমে যে সমস্ত দিনকে সাধারণ ছুটি হিসাবে ঘোষণা করা হয়, ঐ সমস্ত দিনকে বুঝাইবে। আইনের উক্ত ধারার অধীনে সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতি বৎসরের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেন। ইহাছাড়া সরকারী বর্ষপঞ্জিতে এই প্রকার ছুটির দিনগুলি লাল কালিতে চিহ্নিত থাকে।

(খ) নির্বাহী আদেশে সরকারী ছুটি : সরকার সাধারণ ছুটি ব্যতীত যে সমস্ত দিনসমূহকে সাধারণ ছুটির সহিত সংযুক্ত করিয়া বা পৃথকভাবে সরকারী আদেশের বলে কোন একটি নির্দিষ্ট বৎসরের জন্য উক্ত বৎসরের সরকারী ছুটি হিসাবে ঘোষণা করেন, সে সমস্ত দিন বা দিনসমূহ নির্বাহী আদেশে সরকারী ছুটি হিসাবে গণ্য। এই প্রকার ছুটি সমূহও গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। তাহাছাড়া সংশ্লিষ্ট বৎসরের সরকারী বর্ষ পঞ্জীতে এই প্রকার ছুটিও লাল কালিতে চিহ্নিত থাকে। অবশ্য সরকার যে কোন সময় আদেশের দ্বারা এই প্রকার ছুটির হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারেন।

(গ) ঐচ্ছিক ছুটি : কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে যেসমস্ত ছুটি ভোগ করা কর্মচারীর ইচ্ছাধীন, তাহাই ঐচ্ছিক ছুটি। যে কোন সম্প্রদায়ের একজন কর্মচারীকে তাঁহার নিজ ধর্ম অনুযায়ী বৎসরে সর্বমোট ৩ (তিন) দিনের মাত্রা পর্যন্ত ঐচ্ছিক ছুটি ভোগ করার অনুমতি প্রদান করা যাইবে এবং এই ব্যাপারে প্রত্যেক কর্মচারীকে বৎসরের প্রারম্ভে নিজ ধর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত ৩ (তিন) দিনের ঐচ্ছিক ছুটি ভোগ করার ইচ্ছা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করাইতে হইবে। সাধারণ ছুটি, নির্বাহী আদেশে সরকারী ছুটি ও সাপ্তাহিক ছুটির সহিত সংযুক্ত করিয়া ঐচ্ছিক ছুটি ভোগ করার অনুমতি দেওয়া যাইবে।

বিশ্লেষণ : সরকার ঘোষিত উপরোক্ত ছুটিসমূহ সকল অফিস, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের বেলায় প্রযোজ্য। তবে যে সমস্ত অফিস, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, যথাঃ ব্যাংক, ডাক, তার, টেলিফোন, রেলওয়ে, হাসপাতাল ও রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা বা ব্যবসায়ী সংস্থা ও কলকারখানা ইত্যাদি, যাহাদের নিজস্ব আইন-কানুন দ্বারা তাহাদের অফিসের সময়সূচি ও ছুটি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে অথবা যে সমস্ত অফিস, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের চাকরি সরকার কর্তৃক অত্যাবশ্যক চাকরি হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে, উহাদের বেলায় আপনা আপনি প্রযোজ্য হইবে না। ঐ সমস্ত অফিস, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান উহাদের নিজস্ব আইন-কানুন অনুযায়ী জনস্বার্থ বিবেচনা করিয়া ছুটি ঘোষণা করিবে।

শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি

বাংলাদেশ চাকরি (বিনোদন ভাতা) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধান অনুসারে শ্রান্তি ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে যে অর্জিত ছুটি দেওয়া হয়, উহাই শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি। উক্ত বিধিমালায় এই প্রকার ছুটি সংক্রান্ত নিম্নরূপ বিধান রহিয়াছে–

১। কার্যভিত্তিক, আনুষঙ্গিক ও চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী ব্যতীত সকল প্রকার সরকারী কর্মচারী এই প্রকার ছুটি প্রাপ্য। বিধি-৩

২। কোন সরকারী কর্মচারী শ্রান্তি ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে প্রতি ৩ (তিন) বৎসরে ১৫ দিনের গড় বেতনে ছুটিতে গমণ করিলে ১ (এক) মাসের বেতনের সমান বিনোদনভাতা প্রাপ্য। এই বিনোদন ভাতা ছুটিকালীন বেতনের অতিরিক্ত হিসাবে প্রাপ্য। বিধি-২, ৪ ও ৫

৩। কর্মচারীর আবেদনকৃত তারিখ হইতে জনস্বার্থের কারণে ছুটি মঞ্জুর সম্ভব না হইলে পরবর্তী যে সময়ে ছুটি মঞ্জুর করা হইবে, ঐ সময়ে বিনোদনভাতা পাইবেন। তবে এইক্ষেত্রে পরবর্তী বিনোদন ভাতার জন্য ৩ (তিন) বৎসর গণনা করা হইবে পূর্ববর্তী ছুটির আবেদনকৃত তারিখ হইতে। বিধি-৬

বিশ্লেষণ : (১) অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং এম এফ(আর-২)এল-১/৭৮(অংশ-২)/৫৯, তারিখ : ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ দ্বারা এই বিষয়ে জারিকৃত নির্দেশনা নিম্নরূপ–

(ক) নন-গেজেটেড কর্মচারীগণ গেজেটেড পদের চলতি দায়িত্বে থাকিলে, বিনোদন ভাতার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের গেজেটেড কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য করা যাইবে না।

(খ) অবসর-উত্তর ছুটি ভোগরত কর্মচারীরা এই ভাতা পাইবেন না।

(গ) ছুটি মঞ্জুরি ব্যতিরেকে এই ভাতা দেওয়া যাইবে না।

(ঘ) বিনোদন ভাতা মঞ্জুরির বিষয়ে সরকারী কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা সরকারী চাকরিতে যোগদানের তারিখ হইতে নির্ধারিত হইবে। তবে অবসর গ্রহণ আসন্ন এইরূপ কর্মচারীদের বিনোদন ভাতা মঞ্জুরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হইবে।

বিশ্লেষণ : (২) যে মাসে ছুটিতে যাইবেন, ঐ মাসের মূল বেতনের সমান বিনোদন ভাতা প্রাপ্য। (স্মারক নং অম(অবি)/প্রবি-২/ছুটি-৬/৮৬/২৮, তারিখ : ২০ মার্চ, ১৯৮৯)

অক্ষমতাজনিত বিশেষ ছুটি
(Special disability leave)

বি এস আর, পার্ট-১ এর বিধি-১৯২, ১৯৩ এবং এফ আর-৮৩

১। কোন সরকারী কর্মচারী অভিপ্রেত কোন আঘাতের দ্বারা বা কারণে, অথবা স্বীয় দায়িত্ব সূচারুরূপে পালনের সময় বা তাঁহার পদের দায়িত্ব পালনের (official position) কারণে আহত হইয়া অক্ষম (disabled) হইলে, বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) ঘটনা সংঘটনের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে অক্ষমতা প্রকাশ না পাইলে এবং অক্ষম ব্যক্তি যথাযথ তৎপরতার সহিত ইহা কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত না করিলে এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না। তবে ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ৩ মাসের অধিক সময় পরেও অক্ষমতা প্রকাশ পাওয়ার ক্ষেত্রে সরকার অক্ষমতার কারণ সম্পর্কে পরিতুষ্ট হইলে, এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৩) মেডিকেল বোর্ডের প্রত্যয়নকৃত সময়ই হইবে এই প্রকার ছুটির মেয়াদ। মেডিকেল বোর্ডের সার্টিফিকেট ব্যতীত এই প্রকার ছুটির মেয়াদ বাড়ানো যাইবে না এবং ইহা কোন ক্ষেত্রেই ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক হইবে না।

(৪) অন্য যে কোন প্রকার ছুটির সহিত সংযুক্তভাবে এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(৫) একই ক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায়ে অক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে বা পুনঃপ্রকাশ পাইলে একাধিকবার এই ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে। তবে একই অক্ষমতার ঘটনায় ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না।

(৬) পেনশনের জন্য চাকরিকাল গণনায় এই প্রকার ছুটিকালকে কর্মকাল হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং এই প্রকার ছুটিকাল "ছুটি হিসাব" হইতে বিয়োগ হইবে না।

(৭) এই প্রকার ছুটি ভোগকালে ছুটিকালীন বেতন হইবে–

(অ) এই বিধির উপ-বিধি-(৫) এর ক্ষেত্রসহ প্রথম ৪ (চার) মাস গড় বেতনে, এবং

(আ) এই প্রকার ছুটির অবশিষ্ট সময়ে অর্ধগড় বেতনে; অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ইচ্ছানুসারে অন্যভাবে তিনি যতদিন গড় বেতনে ছুটি প্রাপ্য ততোদিনের সমান গড় বেতনে।

(৮) যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে "Workmen's compensation Act, 1923" প্রযোজ্য, ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঐ আইনের ধারা-৪ এর উপধারা-(১) এর (ডি) অনুচ্ছেদের অধীনে যেপরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদেয়, ঐ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ, এই বিধির অধীনে প্রাপ্য ছুটিকালীন বেতন হইতে বাদ যাইবে।

(৯) যে বেসামরিক কর্মচারীর সামরিক বাহিনীতে চাকরির ফলশ্রুতিতে অক্ষমতা দেখা দেয় এবং সামরিক বাহিনীতে পুনঃ চাকরির অযোগ্য হইয়া পড়েন, কিন্তু বেসামরিক চাকরির জন্য সম্পূর্ণভাবে এবং স্থায়ীভাবে অক্ষম হন নাই, তাঁহার ক্ষেত্রে এই বিধির বিধান প্রযোজ্য হইবে। তবে তাহার অক্ষমতার কারণে সামরিক বিধির আওতায় যে পরিমাণ ছুটি মঞ্জুর করা হইয়াছে, ঐ পরিমাণ ছুটি এই বিধির অধীনে প্রাপ্য ছুটি হইতে বাদ যাইবে।

(১০) যে সরকারী কর্মচারী দূর্ঘটনার দ্বারা বা কারণে, অথবা স্বীয় দায়িত্ব পালনের কারণে আহত হইয়া, অথবা কোন বিশেষ বেসামরিক পদের দায়িত্বের অতিরিক্ত কোন ঝুকিপূর্ণ বিশেষ কর্ম সম্পাদনের দ্বারা অসুস্থ্য বা আহত হইয়া পড়েন, তাহার ক্ষেত্রেও বিধি-১৯২ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে। তবে এই সুবিধা নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে–

(অ) এই অক্ষমতা অসুস্থতাজনিত কারণে হইলে, উহা যে বিশেষ ধরনের কর্ম সম্পাদনের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিতে হইয়াছে, তাহা মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক প্রত্যায়িত হইতে হইবে; এবং

(আ) সামরিক বাহিনী ব্যতীত অন্যত্র চাকরিকালে অক্ষমতা দেখা দিলে, তাহা সরকারের দৃষ্টিতে ব্যতিক্রমধর্মী এবং যে অবস্থার প্রেক্ষিতে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা এই প্রকার ছুটি প্রদানের জন্য স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হইতে হইবে; এবং

(ই) মেডিকেল বোর্ড যে মেয়াদের ছুটির সুপারিশ করিবে, উহার অংশ বিশেষ এই বিধির অধীন ছুটি এবং অংশ বিশেষ অন্য প্রকার ছুটি হইতে পারিবে, এবং গড় বেতনে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ৪ (চার) মাসের কমও মঞ্জুর করা যাইবে।

(১১) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ফরেন সার্ভিসে দায়িত্ব পালনের কারণে অক্ষমতা দেখা দিলে মঞ্জুরকৃত অক্ষমতাজনিত ছুটির জন্য ছুটিকালীন বেতন ফরেন সার্ভিসের নিয়োগ কর্তাকে প্রদান করিতে হইবে। ফরেন সার্ভিস হইতে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী পর্যায়ে এই অক্ষমতা দেখা দিলেও ইহা প্রযোজ্য হইবে।

চিকিৎসালয় ছুটি

বি এস আর-১৯৮ - ২০১ এবং এফ আর এর এস আর-২৬৯-২৭৩

যেসমস্ত সরকারী কর্মচারীর কর্তব্য পালনকালে দূর্ঘটনায় আহত বা অসুস্থ্য হওয়ার ঝুকি থাকে, তাঁহারা এই প্রকার ছুটি প্রাপ্য। সাধারণত্ব পুলিশ বিভাগ, বন বিভাগ, আবগারী বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস, পাগলা গারদ, ল্যাবরেটরী ইত্যাদিতে নিয়োজিত অধস্তন কর্মচারীবৃন্দ এবং স্থায়ী পিয়ন ও গার্ড এই প্রকারের ছুটি প্রাপ্য। কর্তব্য

পালনকালে অসুস্থ্য হইলে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য এই প্রকার ছুটি প্রদান করা হয়। এই প্রকার ছুটি প্রতি তিন বৎসরে পূর্ণ গড় বেতনে ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত প্রদান করা যায় এবং এই প্রকার ছুটির সংগে একত্রে অন্য যে কোন প্রকার প্রাপ্য ছুটি প্রদান করা যায়। তবে সর্বমোট ছুটির পরিমাণ কোনক্রমেই ২৮ (আটাশ) মাসের অধিক হইবে না। কর্তৃপক্ষ এই প্রকার ছুটি গড় বেতনে বা অর্ধগড় বেতনে মঞ্জুর করিতে পারেন। তবে গড় বেতনে ছুটির পরিমাণ ৩ (তিন) মাসের অধিক হইবে না।

এই প্রকার ছুটির জন্য ছুটি অর্জন করিতে হয় না এবং এই প্রকার ছুটি "ছুটি হিসাব" হইতে বিয়োগ হয় না। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন।

বিশেষ অসুস্থ্যতাজনিত ছুটি

বি এস আর-২০২ এবং এফ আর এর এস আর-২৭৪ ও ২৭৫

সরকারী নৌযানে কর্মরত কোন অফিসার, ওয়ারেন্ট অফিসার অথবা পেটি অফিসার আহত হওয়ার কারণে বা অসুস্থ্যতাজনিত কারণে হাসপাতালে অথবা নৌযানের অভ্যন্তরে চিকিৎসার জন্য পূর্ণ গড় বেতনে ৬ (ছয়) সপ্তাহ পর্যন্ত বিশেষ অসুস্থ্যতাজনিত ছুটি প্রাপ্য। তবে মদ্য পান বা অন্য কোনভাবে নিজের দ্বারা সৃষ্ট অসুস্থ্যতার ক্ষেত্রে এই প্রকার ছুটি প্রাপ্য নয়।

একজন সীম্যান যদি তাহার কর্তব্য পালনের কারণে অসুস্থ্য হইয়া পড়েন এবং এই ব্যাপারে সরকারী মেডিকেল অফিসার প্রত্যয়ন করেন, তাহা হইলে তিনি পূর্ণ গড় বেতনে ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত বিশেষ অসুস্থ্যতাজনিত ছুটি প্রাপ্য। তবে আহত হওয়ার কারণে কোন ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হইলে ছুটিকালীন বেতন উক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থের সহিত সমন্বয় করিতে হইবে।

এই প্রকার ছুটির জন্য ছুটি অর্জন করিতে হয় না এবং এই প্রকার ছুটি "ছুটি হিসাব" হইতে বিয়োগ হয় না। নৌযানের কমান্ডার এই প্রকার ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন।

অবকাশ বিভাগের ছুটি

নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এবং এফ আর এর এস আর-২৬৩-২৬৬

যে বিভাগ বা যে বিভাগের অংশ বিশেষের কর্মচারীগণের নিয়মিতভাবে অবকাশ অনুমোদিত এবং অবকাশকালে কর্মচারীগণ কর্ম হইতে অনুপস্থিত থাকার অনুমতিপ্রাপ্ত, ঐ বিভাগকে অবকাশ বিভাগ বলে। অবকাশ বিভাগের কর্মচারীদের ছুটি সম্পর্কে নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৮ তে নিম্নরূপ বিধান রহিয়াছে–

বিধি-৮। অবকাশ বিভাগের সরকারী কর্মচারী–

(১) (এ) অবকাশ বিভাগের স্থায়ীকর্মে নিযুক্ত কোন সরকারী কর্মচারী যে বৎসর পূর্ণ অবকাশ ভোগ করেন, উক্ত বৎসরের কর্মকালের জন্য গড় বেতনে কোন ছুটি প্রাপ্য নয়।

(বি) অবকাশ বিভাগের সরকারী কর্মচারীকে যে বৎসর পূর্ণ অবকাশ ভোগ করা হইতে বিরত রাখা হয়, উক্ত বৎসরের জন্য নির্ধারিত পূর্ণ অবকাশের বিনিময়ে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ১৫ (পনর) দিন এবং অন্যান্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) দিন, এই অনুপাতে যে কতদিন অবকাশ ভোগ করেন নাই, ঐ কতদিনের জন্য গড় বেতনে ছুটি প্রাপ্য।

(সি) উক্তরূপ সরকারী কর্মচারী যে বৎসর কোন অবকাশ ভোগ করেন নাই, তিনি অবকাশ বিভাগের কর্মচারী না হইলে যে হারে ছুটি পাইতেন, উক্ত বৎসরের জন্য ঐ হারে গড় বেতনে ছুটি প্রাপ্য।

(২) অবকাশ বিভাগের অস্থায়ীকর্মে নিযুক্ত কর্মচারীগণ ৩০ জুন, ১৯৫৯ তারিখে তাঁহাদের উপর প্রযোজ্য ছুটি সংক্রান্ত বিধান দ্বারা পরিচালিত হইবেন। কিন্তু যে তারিখে তাহার অস্থায়ী চাকরির মেয়াদ নিরবচ্ছিন্নভাবে তিন বৎসর পূর্ণ হইবে, অথবা যে তারিখে তিনি কোন স্থায়ীপদে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন, ইহাদের মধ্যে যেটি পূর্বে ঘটিবে, বিধি-৫ এর ক্ষেত্র ব্যতীত, ঐ তারিখ হইতে তিনি ছুটির উদ্দেশ্যে স্থায়ীকর্মে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং তিনি অবকাশ বিভাগের স্থায়ীকর্মে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী হইলে যেভাবে চাকরিতে যোগদানের তারিখ হইতে ছুটি প্রাপ্য, সেইভাবে তাহার 'ছুটি হিসাব' এ ছুটি জমা হইবে। এই জমাকৃত ছুটি হইতে ইতিমধ্যে ভোগকৃত ছুটি বাদ যাইবে।

বিভাগীয় ছুটি

বি এস আর-২০৩ এবং এফ আর এর এস আর-২৭৬-২৮৩

নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে জরিপ বিভাগের ঢাকায় অবস্থিত সদর দপ্তরের অফিস সংস্থাপনের কর্মচারী নয়, কিন্তু পার্টির সহিত সংযুক্ত, এমন কর্মচারীদেরকে বিভাগীয় ছুটি প্রদান করা হয় :

(১) যেসমস্ত কর্মচারীদের চাকরি সাময়িকভাবে প্রয়োজন হইবে না, শুধু সেইসমস্ত কর্মচারীদেরকে বিভাগীয় ছুটি প্রদান করা হয়।

(২) কোন বিশেষ কর্মকাল ব্যতীত বাকী অবকাশকালে এই প্রকার ছুটি প্রদান করা হয়।

(৩) কর্মকালেও কর্মচারীর প্রয়োজনে বা তাঁহার আবেদনের ভিত্তিতে নয়, কিন্তু সরকারের স্বার্থে ৬ (ছয়) মাস এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত এই প্রকার ছুটি প্রদান করা যায়।

(৪) এই প্রকার ছুটিকালকে কর্মরত হিসাবে গণ্য করা হয় না এবং এই ছুটি 'ছুটি হিসাব' হইতে বিয়োগ হইবে, যদিও এই প্রকার ছুটি অর্ধ গড় বেতনে প্রদান করা হয়।

(৫) ছুটি পাওনা না থাকিলেও এই প্রকার ছুটি প্রদান করা যায়।

(৬) এই প্রকার ছুটি অন্য যে কোন প্রকার পাওনা ছুটির সংগে একত্রে প্রদান করা যায়।

(৭) ছুটি ভোগকালে অর্ধ গড় বেতনে ছুটিকালীন বেতন প্রাপ্য। তবে ছুটির শেষে কর্মে যোগ না দেওয়া পর্যন্ত এই ছুটিকালীন বেতন প্রাপ্য নয়। কিন্তু ছুটিকালে মৃত্যুবরণ করিলে তাহার উত্তরাধিকারীগণ মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ছুটিকালীন বেতন প্রাপ্য।

বাধ্যতামূলক ছুটি

প্রকৃতপক্ষে বাধ্যতামূলক ছুটি নামে কোন ছুটি নাই। তবে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৫(১)(এ) এর অধীনে নাশকতামূলক কার্যক্রমের অভিযোগে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হইলে এবং বিধি-১১(১) এর অধীনে অসদাচরণ, ডিজারসন ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সাময়িক বরখাস্তের পরিবর্তে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে প্রাপ্যতা অনুযায়ী ছুটিতে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন। এইক্ষেত্রে উক্ত কর্মচারীর ছুটি ভোগ বাধ্যতামূলক। সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩(ই) তে বর্ণিত নাশকতামূলক কার্যের অভিযোগে কার্যক্রম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উক্ত বিধিমালার বিধি-৫(১)(এ) এর অধীনে প্রাপ্য ছুটির ভিত্তিতে আদেশে উল্লেখিত তারিখ হইতে ছুটিতে যাওয়ার লিখিত নির্দেশ দিতে পারেন।

উক্ত বিধিমালার বিধি-১৩ তে আরো বলা হইয়াছে, বিধি-৫(১)(এ) এর অধীনে ছুটিপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী যদি কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে চাকরিচ্যুত, চাকরি হইতে অপসারিত, নিম্নপদে পদাবনমিত বা বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে তিনি ক্ষেত্রমতে চাকরিতে পুনর্বহাল হইবেন, অথবা পূর্বপদ বা সমমর্যাদা সম্পন্ন পদ ফিরিয়া পাইবেন এবং তাঁহার এই ছুটির সময় পূর্ণ বেতনে কর্তব্যকাল হিসাবে গণ্য হইবে।

বিনা বেতনে ছুটি

বিনা বেতনে ছুটি সম্পর্কে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ এর বিধি-৩০৩ তে বলা হইয়াছে যে, পেনশন মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ ছুটিবিহীন অনুপস্থিতকালকে ভূতাপ্রেক্ষিকভাবে ভাতাদিবিহীন ছুটিতে রূপান্তর করিতে পারিবেন। ইহাছাড়া বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ এর বিধি-১৫৮(২) তে বলা হইয়াছে যে, ছুটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও অনুপস্থিত থাকিলে এবং উক্ত অনুপস্থিতকাল পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছুটি বর্ধিত করা না হইলে, উক্ত সময়ের জন্য কোন ছুটিকালীন বেতন প্রাপ্য নয় এবং উক্ত সময় উহা অর্ধ গড় বেতনে ছুটি হইলেও তাঁহার 'ছুটির হিসাব' হইতে বাদ যাইবে।

বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্, পার্ট-১ এর ৩০৩, ১৯৫(২) ও নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৯(৩) একত্রে পড়িলে বুঝা যায় বিনা বেতনে ছুটি বলিতে প্রকৃত পক্ষে অসাধারণ ছুটিকেই বুঝানো হইয়াছে।

বহির্বাংলাদেশে ছুটি ভোগ

ক। বহির্বাংলাদেশে ছুটি ভোগ সম্পর্কে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং সম(বিধি-৪)ছুটি-৭/৮৭-৫২(২০০), তারিখ : ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ এর বিধান নিম্নরূপ–

(১) অর্জিত ছুটি বাংলাদেশের বাহিরে কাটাইতে হইলে নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা অনুযায়ী সরকারী কাজে বা প্রশিক্ষণের জন্য দেশের বাহিরে যাওয়ার পূর্বেই যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ছুটির মঞ্জুরি গ্রহণ করিতে হইবে। ছুটির মঞ্জুরি গ্রহণ না করিয়া বিদেশে গমণপূর্বক ছুটির দরখাস্ত করা বিধি বহির্ভূত।

(২) কোন সরকারী কর্মচারী ছুটির মঞ্জুরি গ্রহণ না করিয়া বিদেশে গমণপূর্বক ছুটির দরখাস্ত করিতে পারিবেন না এবং এইরূপ দরখাস্তের বিবেচনায় ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না, ফলে ঐ সময়ের জন্য তাহাকে বিনানুমতিতে চাকরিতে অনুপস্থিতির দায়ে দায়ী হইতে হইবে। বিদেশে যাওয়ার পূর্বে দেশ হইতে অনুপস্থিতির সময়কাল নির্দিষ্ট থাকিতে হইবে এবং অফিসে পুনরায় যোগদানের তারিখ উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৩) বিদেশে ছুটি কাটানোর পর ভ্রমণ সময় যোগ হইবে না।

(৪) বিদেশে অবস্থানকালে বিধি অনুযায়ী নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করা যায় না।

খ। অবসর-উত্তর ছুটি ভোগরত কর্মকর্তাদের বহির্বাংলাদেশ ছুটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ মঞ্জুর করিবেন। অবসর-উত্তর ছুটি ভোগরত কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্যদের বহির্বাংলাদেশ ছুটি প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় হইতে সময়ে সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং সম(বিধি-৪)-বিবিধ ৭০/৯২/৫৩(৩০০), তারিখ : ৯ মার্চ, ১৯৯৩)

গ। সচিবসহ উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তাগণ বিদেশে সরকারী কাজ শেষ হওয়ার পর কিংবা বহির্বাংলাদেশ ছুটি শেষ হওয়ার পরও বিদেশে অতিরিক্ত অবস্থান করিয়া থাকেন। অতঃপর দেশে ফিরিয়া ছুটির জন্য আবেদন করেন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দীর্ঘদিন দেশের বাহিরে অবস্থান সরকারী কাজে নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি করে এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে। যাহা সুষ্ঠুভাবে সরকার পরিচালনার জন্য কোন মতে কাম্য নয়। তাই অনিবার্য কারণে কেবল সীমিত ক্ষেত্র ব্যতীত এই ধরণের ছুটি প্রদান করা যাইবে না। (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং সম(বিধি-৪)-ছুটি-৫/৯০-২০(২০০), তারিখ : ২৭ জানুয়ারি, ১৯৯২)

ঘ। বহির্বাংলাদেশে ছুটি ভোগ সংক্রান্তে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্, পার্ট-১ এর পরিশিষ্ট-৮ এ নিম্নরূপ বিধান রহিয়াছে–

(১) বহির্বাংলাদেশ ছুটি ভোগের অনুমতিপ্রাপ্ত কোন কর্মচারীর ক্ষেত্রে চাকরি হইতে অপসারণের যোগ্য কর্তৃপক্ষ যদি এইমর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ছুটি শেষে তাহাকে পুনঃ কর্মে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে বাংলাদেশ ত্যাগের পূর্বে জানাইতে হইবে। (অনু-২৫)

(২) সংশ্লিষ্ট কর্মচারী স্থায়ীভাবে অথবা সাময়িকভাবে শারিরীক বা মানসিকভাবে অযোগ্য কিনা, তাহা বহির্বাংলাদেশে ছুটিতে যাওয়ার মূহূর্তে নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলে, তাহা পরে দূতাবাসের মাধ্যমে তাঁহাকে অবহিত করিতে হইবে। উক্ত কর্মচারীকে ছুটি হইতে ফিরাইয়া আনার ক্ষেত্রেও তাহা দূতাবাসের মাধ্যমে জানাইতে হইবে। তবে ছুটি শেষ হওয়ার কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে তাহা দূতাবাসকে জানাইতে হইবে। (অনু-২৬)

(৩) বহির্বাংলাদেশে ছুটি ভোগরত অবস্থায় উক্ত কর্মচারীর স্থায়ী পদটি বিলুপ্ত করা হইলে তাহা দূতাবাসের মাধ্যমে জানাইতে হইবে। (অনু-২৭)

ছুটিকালীন বেতন

ক। **ছুটিকালীন বেতন নির্ধারণ :** নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি ৬ তে ছুটিকালীন বেতন নির্ণয়ের যে পদ্ধতি বর্ণিত আছে তাহা অত্যন্ত দীর্ঘ প্রকৃতির হওয়ায় Memorandum No. SGA/RII/IM-34/64-399, তারিখ : ০১ অক্টোবর, ১৯৬৯ দ্বারা ছুটিকালীন বেতন নির্ণয়ের উক্ত পদ্ধতিকে সহজীকরণ করা হয়। উক্ত নির্দেশনা মতে ছুটি আরম্ভের পূর্বে সর্বশেষ উত্তোলিত বেতনের সমানহারে গড় বেতনে ছুটিকালীন বেতন পাইবেন এবং উক্ত হারের অর্ধ হারে অর্ধ গড় বেতনে ছুটিকালীন বেতন পাইবেন। বর্তমানে ছুটিকালীন বেতন নির্ণয়ের এই পদ্ধতিটিই কেবল অনুসরণযোগ্য। নির্ধারিত ছুটি বিধিমালার বিধান অনুযায়ী ছুটিকালীন বেতন নির্ণয়ের প্রক্রিয়াটি বর্তমানে অকার্যকর।

খ। **ছুটিকালীন বেতন সম্পর্কে নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধান :** নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৬ এর বিধান নিম্নরূপ–

> "৬। **ছুটিকালীন বেতন।**- (১) বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্, পার্ট-১ এর ২০৮ নং বিধিতে বর্ণিত সর্বোচ্চ সীমাসাপেক্ষে যে মাসে ছুটিতে যাইবে উহার পূর্ববর্তী পূর্ণ ১২ (বার) মাসের গড় বেতন এবং ছুটিতে যাওয়ার পূর্বে উত্তোলনকৃত বেতন, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক লাভজনক উহার ভিত্তিতেই গড় বেতনে ছুটিকালীন বেতন নির্ধারিত হইবে।
>
> (২) অর্ধ-গড় বেতনে ছুটিকালীন সময়ে উপবিধি-(১) অনুসারে নির্ধারিত বেতনের অর্ধ হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবেন।
>
> (৩) সরকারী কর্মচারী যে দেশেই ছুটি ভোগ করুন না কেন, ছুটিকালীন বেতন বাংলাদেশী মুদ্রায় বাংলাদেশে প্রদেয় হইবে।"
>
> **বিশ্লেষণ :** উপরোক্ত বিধানটি বর্তমানে অকার্যকর।

গ। **ছুটিকালীন বেতন উত্তোলন :** একজন ঘোষিত কর্মকর্তা যিনি ছুটিকালীন বেতন বাংলাদেশে উত্তোলন করেন, তাঁহার ছুটিকালীন বেতন দেশের যে কোন হিসাবরক্ষণ অফিস হইতে পরিশোধ করা যাইবে। একজন অঘোষিত কর্মচারীর ছুটিকালীন বেতন কেবল সেই হিসাবরক্ষণ অফিস হইতে পরিশোধ করা যাইবে, কর্মরত অবস্থায় তিনি যে হিসাবরক্ষণ অফিস হইতে বেতন উত্তোলন করিতে পারিতেন। ট্রেজারি রুলস এর বিধি-২০

ছুটি ভোগকালে প্রাপ্য সুবিধাদি

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ED(Reg-IV)-202/83-39, তারিখ: ১০ মে, ১৯৮৩ এর অনুচ্ছেদ-৪ অনুযায়ী একজন সরকারী কর্মচারী ছুটি ভোগকালে যে সকল সুবিধাদি প্রাপ্য এবং যে সমস্ত সুবিধাদি প্রাপ্য নয়, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল–

১। গড় বেতনে অর্জিত ছুটি ভোগকালে–

(ক) নিম্নোক্ত সুবিধাদি প্রাপ্য–

(১) গড় বেতনে ছুটিকালীন বেতন;

(২) ছুটিতে গমনের পূর্বে যে পরিমাণ বাড়ি ভাড়া ভাতা উত্তোলন করিয়াছেন, উক্ত পরিমাণ বাড়ি ভাড়া ভাতার সম্পূর্ণটাই প্রাপ্য;

(৩) বাসায় টেলিফোন সুবিধা অব্যাহত রাখা;

(৪) ছুটির মেয়াদ একমাসের কম হওয়ার ক্ষেত্রে সরকারী খরচে সংবাদ পত্রের সুবিধা;

(৫) ছুটিতে গমনের পূর্বে যে পরিমাণ চিকিৎসা ভাতা উত্তোলন করিয়াছেন, উক্ত পরিমাণ চিকিৎসা ভাতার সম্পূর্ণটাই প্রাপ্য;

(খ) নিম্নোক্ত সুবিধাদি প্রাপ্য নয়–

(১) ভ্রমণ ভাতা;

(২) যাতায়াত ভাতা;

(৩) অর্ডারলি;

(৪) আপ্যায়ন ভাতা বা আপ্যায়ন ব্যয়।

২। অর্ধ গড় বেতনে অর্জিত ছুটিকালীন ছুটি ভোগকালে–

(ক) নিম্নোক্ত সুবিধাদি প্রাপ্য–

(১) অর্ধ গড় বেতনে ছুটিকালীন বেতন;

(২) ছুটিতে গমনের পূর্বে যে পরিমাণ বাড়ি ভাড়া ভাতা উত্তোলন করিয়াছেন, উক্ত পরিমাণ বাড়ি ভাড়া ভাতার সম্পূর্ণটাই প্রাপ্য;

(৩) বাসায় টেলিফোন সুবিধা অব্যাহত রাখা;

(৪) ছুটির মেয়াদ একমাসের কম হওয়ার ক্ষেত্রে সরকারী খরচে সংবাদ পত্রের সুবিধা;

(৫) ছুটিতে গমনের পূর্বে যে পরিমাণ চিকিৎসা ভাতা উত্তোলন করিয়াছেন, উক্ত পরিমাণ চিকিৎসা ভাতার সম্পূর্ণটাই প্রাপ্য।

(খ) নিম্নোক্ত সুবিধাদি প্রাপ্য নয়–

(১) ভ্রমণ ভাতা;

(২) যাতায়াত ভাতা;

(৩) অর্ডারলি;